

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : ACHAR-BEBOHAR

كِتَابُ الْأَدَابِ

আচার-ব্যবহার অধ্যায়

۲۴۳۳. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

২৪৩৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি

৫৫৫০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفْيِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرَدَّاهُ لَرَادَنِي -

৫৫৪৫ আবুল ওয়ালীদ (র)..... 'আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়? তিনি বললেন : সময় মত সালাত আদায় করা। ('আবদুল্লাহ্) জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : পিতা মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। 'আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর কোন্টি? তিনি বললেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। 'আবদুল্লাহ্ বললেন : নবী ﷺ এগুলো সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। আমি যদি তাকে আরও বেশী প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে অধিক জানাতেন।

۲۴۳۴. بَابُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

২৪৩৪. অনুচ্ছেদ : উত্তম ব্যবহার পাওয়ার কে বেশী হকদার?

৫৫৫৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْقُفَيْعِ بْنِ شَبْرَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ

بِحُسْنِ صَخَائِي قَالِ أُمَّكَ ، قَالِ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالِ أُمَّكَ ، قَالِ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالِ أُمَّكَ ، قَالِ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالِ ثُمَّ مَنْ ؟ * وَقَالَ ابْنُ شُرَيْمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ -

৫৫৪৬ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেন : তোমার মা। লোকটি বলল : তারপর কে? নবী ﷺ বললেন : তোমার মা। সে বলল : তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। সে বলল : তারপর কে? তিনি বললেন : তারপর তোমার বাপ। ইবন শুবরুমা বলেন, ইয়াহুইয়া ইবন আইউব আবু যুর'আ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪৩৫ . بَابُ لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

২৪৩৫. পরিচ্ছেদ : পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাবে না

৫৫৪৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَجَاهِدُ ، قَالَ لَكَ أَبَوَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ -

৫৫৪৭ মুসান্নাদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো : আমি কি জিহাদে যাব? তিনি বললেন : তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা হলে তাদের (সেবার) মাঝে জিহাদ করো।

২৪৩৬ . بَابُ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

২৪৩৬ পরিচ্ছেদ : কোন লোক তার পিতা-মাতাকে গাল দেবে না

৫৫৪৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، فَيَلْ يَأْ رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ ، يَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ -

৫৫৪৮ আহমাদ ইবন ইউনুস (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা ও নাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন : সে অন্য কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তারপরে সে তার মাকে গালি দেয়।

২৪৩৭ . باب إجابة دعاء من برّ والديه

২৪৩৭ পরিচ্ছেদ : পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহারকারীর দু'আ কবুল হওয়া

৫৫৬৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةٌ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفْرِجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أُرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَبِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَيْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدِي أَسْتَبِيهُمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِي الشَّخْرَ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَحَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلِبُ فَجِئْتُ بِالْجِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا . وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَّةِ ، فَلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيُّيَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجِهَكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةٌ عَمٌّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقَيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَى اللَّهُ وَ لَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيُّيَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجِهَكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَرَجٌ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ أَيُّيَ كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَفْرُقُ أَرْزُ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أُرْعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَرَاعَيْتُهَا فَخَافَنِي فَقَالَ أَتَى اللَّهُ وَ لَا تَظْلِمْنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ إِذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيهَا ، فَقَالَ أَتَى اللَّهُ وَ لَا تَهْرَأُ بِي ، فَقُلْتُ أَيُّيَ لَا أَهْرَأُ بِكَ فَخَدْتُ ذَلِكَ الْبَقْرَ وَرَاعَيْتُهَا فَخَدَهُ فَاطَّلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيُّيَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجِهَكَ ، فَافْرُجْ مَا بَقِيَ ، فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

৫৫৪৯ সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাসুল্লাহ ~~ﷺ~~ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনজন লোক হেঁটে চলছিল। তাদের উপর বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। এমন সময় পাহাড় থেকে একটি পাথর তাদের গুহার মুখের উপর গড়িয়ে পড়ে এবং মুখ বন্ধ করে ফেলে। তাদের একজন অপরজনকে বলল : তোমরা তোমাদের কৃত আমলের প্রতি লক্ষ্য করো, যে নেক আমল তোমরা আল্লাহর জন্য করেছ; তার ওসিলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করো। হয়তো তিনি এটি সরিয়ে দেবেন। তখন তাদের একজন বলল : ইয়া আল্লাহ! আমার বয়োবৃদ্ধ মাতাপিতা ছিল এবং ছোট ছোট শিশু ছিল। আমি তাদের (জীবিকার) জন্য মাঠে পশু চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় ফিরতাম, তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগেই পিতামাতাকে পান করতে দিতাম। একদিন পশুগুলো দূরে বনের মধ্যে চলে যায়। ফলে আমার ফিরতে রাত হয়। ফিরে দেখলাম তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যেমন দুধ দোহন করতাম, তেমনি দোহন করলাম। তারপর দুধ নিয়ে এলাম এবং উভয়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘুম থেকে তাদের উভয়কে জাগানো ভাল মনে করলাম না। আর তাদের আগে শিশুদের পান করানোও অপছন্দ করলাম। আর শিশুরা আমার দু'পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। তাদের ও আমার মাঝে এ অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে ভোর হয়ে গেল। (ইয়া আল্লাহ) আপনি জানেন যে, আমি কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই একাজ করেছি। তাই আপনি আমাদের জন্য একটু ফাঁক করে দিন, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাদের জন্যে একটু ফাঁক করে দিলেন, যাতে তারা আকাশ দেখতে পায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল : ইয়া আল্লাহ! আমার একটি চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে এতখানি ভালবাসতাম, যতখানি একজন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসতে পারে। আমি তাকে একান্তভাবে পেতে চাইলাম। সে অসম্মতি জানাল, যতক্ষণ আমি তার কাছে একশ' দীনার উপস্থিত না করি। আমি চেষ্টা করলাম এবং একশ' স্বর্ণমুদ্রা জোগাড় করলাম। এগুলো নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। যখন আমি তার দু'পায়ের মধ্যে বসলাম, তখন সে বলল : হে আবদুল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করো; আমার কুমারিত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি উঠে গেলাম। ইয়া আল্লাহ! আপনি জানেন যে, কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যেই আমি তা করেছি। তাই আমাদের জন্যে এটি ফাঁক করে দিন। তখন তাদের জন্যে আল্লাহ আরও কিছু ফাঁক করে দিলেন। শেষের লোকটি বলল : ইয়া আল্লাহ! আমি একজন মজদুরকে এক 'ফারুক' চাউলের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ শেষ করে এসে বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দিন। আমি তার প্রাপ্য তার সামনে উপস্থিত করলাম। কিন্তু সে তা ছেড়ে দিল ও প্রত্যাখ্যান করলো। তারপর তার প্রাপ্যটা আমি ক্রমাগত কৃষিকাজে খাটাতে লাগলাম। তার দ্বারা অনেকগুলি শ্রম ও রাখাল জমা করলাম। এরপর সে একদিন আমার কাছে এসে বলল : আল্লাহকে ভয় কর, আমার উপর যুলুম করো না এবং আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম : ঐ

গরু ও রাখালের কাছে চলে যাও। সে বলল : আল্লাহকে ভয় করো, আমার সাথে উপহাস করো না। আমি বললাম : তোমার সাথে আমি উপহাস করছি না। তুমি ঐ গরুগুলো ও তার রাখাল নিয়ে যাও। তারপর সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। (ইয়া আল্লাহ!) আপনি জানেন যে, তা আমি আপনার সম্মতি লাভের জন্যেই করেছি, তাই আপনি অবশিষ্ট অংশ উস্বুক্ত করে দিন। তারপর আল্লাহ তাদের জন্য তা উস্বুক্ত করে দিলেন।

২৪৩৮ . بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكِبَائِرِ

২৪৩৮. পরিচ্ছেদ : মা-বাপের নাফরমানী করা কবীরা গুনাহ

৫৫০ . حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيْبِ عَنْ وَرَادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَوَادَ الْبَنَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ -

৫৫০ সা'দ ইব্ন হাফস মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটক রাখা, যে জিনিস গ্রহণ করা তোমাদের জন্য ঠিক নয়, তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ও সম্পদ নষ্ট করা।

৫৫১ . حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْحَرِيرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُتَيْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مَتَكِنًا فَحَلَسَ فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا ، حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ -

৫৫১ ইসহাক (র)..... আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম : অবশ্যই সতর্ক করবেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে বসছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন : মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত এ কথাই বলে চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না।

৫৫২ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَائِرَ أَوْ

سُبُلَ عَنِ الْكِبَائِرِ ، فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، فَقَالَ أَلَا أُتِيكُمْ
بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ ، قَالَ شُعْبَةَ وَأَكْثَرُ ظَنِّي قَالَ شَهَادَةُ
الزُّورِ -

৫৫৫২ মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাসুল্লাহ ﷺ কবীরা ওনার কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা ওনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন : আলাহর সঙ্গে শরীক করা, মানুষ হত্যা করা ও মা-বাপের নাফরমানী করা। তারপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের কবীরা ওনাহর অন্যতম ওনাহ সম্পর্কে সতর্ক করবো না? পরে বললেন : মিথ্যা কথা বলা, অথবা বলেছেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শু'বা (র) বলেন, আমার প্রবল ধারণা হয় যে, তিনি বলেছেন : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

٢٤٣٩ . بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

২৪৩৯. পরিচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

٥٥٥٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنِي أَسْمَاءُ
ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَنَّبِي أُمِّي رَاعِيَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ
أَصْلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ -

৫৫৫৩ হুমায়দী (র)..... আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবো কি না? তিনি বললেন হাঁ। ইবন উয়ায়না (র) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না।

٢٤٤٠ . بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ فَرِيثٍ وَمُدْبِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ مَعَ ابْنِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ
النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاعِيَةٌ ؟ قَالَ نَعَمْ صَلِي أُمَّكَ -

২৪৪০. পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীর স্বামী আছে, ঐ স্ত্রীর পক্ষে তার নিজের মাহেব্ব সঙ্গে ভাল ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখা। লায়স (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : কুরাইশরা যে সময়ে নবী ﷺ-এর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেছিল, ঐ চুক্তি কালীন সময়ে আমার মুশরিক মা তাঁর পিতার সঙ্গে এলেন।

আমি নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার মা এসেছেন, তবে সে অমুসলিম। আমি কি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবো? তিনি বললেন : হাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো।

৫৫০৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَغْنَسِي النَّبِيَّ ﷺ بِأَمْرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ -

৫৫০৪ ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সুফিয়ান (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠায়। আবু সুফিয়ান (রা) বললো যে, তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে, যাকাত দিতে, পবিত্র থাকতে এবং রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেন।

باب صِلَةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ . ٢٤٤١

২৪৪১. পরিচ্ছেদ : মুশরিক ভাইয়ের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা

৫৫০৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيرَاءِ تَبَاعٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتِغْ هَذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَقُودُ ، قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ ، فَأَتَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَّةٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بِحُلَّةٍ ، فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتُ ، قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكْهَا لِتَلْبَسْهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوَهَا ، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَيَّ أَخِي لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ -

৫৫০৫ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমর (রা) এক জোড়া রেশমী ডোরাদার কাপড় বিক্রি হতে দেখেন। এরপর তিনি (নবী ﷺ কে) বললেন : ইয়া রাসূলাদ্বাহ্ আপনি এটি খরিদ করুন, জুমু'আর দিনে, আর আপনার কাছে যখন প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরবেন। তিনি বললেন : এ সে-ই পরতে পারে, যার জন্য কল্যাণের কোন অংশ নেই। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট এ জাতীয় কিছু কারুকার্যময় কাপড় আসে। তিনি তা থেকে এক জোড়া কাপড় (হুলা) উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি (এসে) বললেন : আমি কিভাবে এটি পরবো? অথচ এ বিষয়ে আপনি যা বলার তা বলেছেন। নবী ﷺ বললেন : আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দিইনি, বরং এ জন্যেই দিয়েছি যে, তুমি ওটা বিক্রি করে দেবে অথবা অন্যকে পরতে দেবে। তখন উমর (রা) তা মক্কায় তার এক ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন, যে তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নি।

২৪৪২ . بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّجْمِ

২৪৪২. পরিচ্ছেদ : রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করার ফযীলত

৫৫৫৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ -

৫৫৫৬ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

৫৫৫৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَبُ مَالَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّجْمَ ، ذَرَاهَا قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ -

৫৫৫৭ আবদুর রহমান (র)..... আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল শিখা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। উপস্থিত লোকজন বলল : তার কি হয়েছে? তার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরপর নবী ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। একে ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি ঐ সময় তার সাওয়ারীর উপর ছিলেন।

২৪৪৩ . بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ

২৪৪৩ পরিচ্ছেদ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ

৫৫৫৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جَبْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

৫৫৫৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)..... জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

banglainternet.com

১. অর্থাৎ সাওয়ারী ছেড়ে দাও এবং তুমি বাড়িতে চলে যাও। কারণ, তুমি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলে তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

২৪৪৪. بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصَلَةِ الرَّجْمِ

২৪৪৪. পরিচ্ছেদ : রজসম্পর্ক রক্ষা করলে রিযিক বৃদ্ধি হয়

৫৫৫৭ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ يَرَهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ -

৫৫৫৯ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে লোক তার রিযিক প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

৫৫৬০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ -

৫৫৬০ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক; সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে।

২৪৪৫. بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

২৪৪৫. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন

৫৫৬১ حَدَّثَنِي بَشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّجِيمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلْتِ وَأَقْطَعِ مَنْ قَطَعْتِ، قَالَتْ بَلَى يَا رَبُّ، قَالَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ -

banglainternet.com

১. আয়ু বৃদ্ধি অর্থ হতে পারে যে লাগুহে মাহফুয থেকে ফিরিশতার দ্বারা ঐ ব্যক্তির পূর্ব নির্ধারিত আয়ু মুছে ফেলে পরিবর্তিত আয়ু লেখে দেন। অথবা রূপক অর্থে তার সুনাম সুখ্যাতি মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন জারী রাখেন, অথবা নেক কাজ বেশী করার তাওফিক দেন, অথবা মৃত্যুর পরও সে সাওয়াব পেতে থাকে।

৫৫৬১ বিশ্ব ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো : সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণকারীদের এই (উপযুক্ত) স্থান। তিনি (আল্লাহ্) বললেন : হাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। সে (রক্ত সম্পর্ক) বললো : হাঁ আমি সন্তুষ্ট হে আমার রব! আল্লাহ্ বললেন : তা হলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা ইচ্ছে করলে (এ আয়াতটি) পড়ে : শীঘ্রই যদি তোমরা কর্তৃত্ব লাভ (নেতৃত্ব লাভ) কর, তা হলে কি তোমরা পৃথিবীতে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে?

৫৫৬২ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الرَّجْمَ شَحَنَتْهُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتَهُ -

৫৫৬২ খালিদ ইবন মাখলাদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : রক্ত সম্পর্কের মূল রাহমান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : যে তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।

৫৫৬৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّجْمُ شَحَنَتْهُ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتَهُ -

৫৫৬৩ সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আত্মীয়তার হক রাহমানের মূল। যে তা সঞ্জীবিত রাখবে, আমি তাকে সঞ্জীবিত রাখবো। আর যে তা ছিন্ন করবে, আমি তাকে (আমার থেকে) ছিন্ন করবো।

۲۴۴۶ . بَابُ بَيْلِ الرَّجْمِ بِبِلَالِهَا

২৪৪৬. পরিচ্ছেদ : রক্ত সম্পর্ক সঞ্জীবিত হয়, যদি সুসম্পর্কের দ্বারা তা সিঙ্কন করা হয়

৫৫৬৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرًّا يَقُولُ إِنْ أَلَّ أَبِي قَالَ عَمْرُو فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي إِنَّمَا وَلِيَّ اللَّهُ

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ * زَادَ عْتَبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْفَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبْلُهَا بِيَلَالِهَا يَعْنِي أَصْلُهَا بِصِلَتِهَا -

৫৫৬৪ 'আমর ইবন আব্বাস (র)..... 'আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে নয়। তিনি বলেছেন : অমুকের বংশ আমার বন্ধু নয়। 'আমর বলেন : মুহাম্মদ ইবন জা'ফরের কিতাবে বংশের পরে জায়গা খালি রয়েছে। (কোন বংশের নাম উল্লেখ নাই)। আমার বন্ধু, বরং আমার বন্ধু আল্লাহ ও নেককার মু'মিনগণ। আনবাসা ভিন্ন সূত্রে 'আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ থেকে আমি শুনেছি : বরং তাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার হক রয়েছে, আমি সুসম্পর্কের রস দিয়ে তা সঞ্জীবিত রাখি।

٢٤٤٧ . بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي

২৪৪৭. পরিচ্ছেদ : প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়

٥٥٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَ فِطْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعَهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ رَفَعَهُ حَسَنٌ وَ فِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعْتَ رَحِمَهُ وَصَلَهَا -

৫৫৬৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী সুফিয়ান বলেন, 'আমাশ এ হাদীস মারফু'রূপে বর্ণনা করেন নি। অবশ্য হাসান (ইবন আমর) ও ফিতর (র.) একে নবী ﷺ থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক আদায়কারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।

٢٤٤٨ . بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

২৪৪৮. পরিচ্ছেদ : যে লোক মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে

٥٥٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَمْوَالًا كُنْتُ تَحْتَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِمَّنْ صِلَةٌ وَعَتَاقَةٌ وَصَدَقَةٌ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْلَمْتُ عَلَى مَا

سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ * وَ يُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَنْحَثُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَ ابْنُ الْمَسَائِرِ
أَنْحَثُ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ التُّحْتُ الثَّبْرُورُ وَتَابِعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ -

৫৫৬৬ আবুল ইয়ামান (র)..... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আরব করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহিলী অবস্থায় অনেক সাওয়াবের কাজ করেছি। যেমন, আত্মীয়তার হক আদায়, গোলাম আযাদ এবং দান-খয়রাত, এসব কাজে কি আমি কোন সাওয়াব পাব? হাকীম (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : পূর্বের এসব নেকীর কাজের দরুনইতো তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছ। ইমাম বুখারী (র) অন্যত্র আবুল ইয়ামান সূত্রে (আতাহান্নাছুর স্থলে) আতাহান্নাছুর বর্ণনা করেছেন। (উভয় শব্দের অর্থ একই)। মা'মার, সালিহ ও ইব্ন মুসাফিরও আতাহান্নাছুর রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, তাহান্নাছুর অর্থ নেক কাজ করা। ইব্ন শিহাব তাঁর পিতা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۲۴۴۹. بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةً غَيْرَهُ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

২৪৪৯. পরিচ্ছেদ : অন্যের শিশু কন্যাকে নিজের সাথে খেলাধুলা করতে বাধা না দেওয়া অথবা তাকে চুম্বন দেওয়া, তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করা

৫৫৬৭ حَدَّثَنَا حِيَّانُ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلِيٍّ فَمِيصُّ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَنَةٌ سَنَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ فَرَبَّرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَيْلِي وَأَخْلِقِي ثُمَّ أَيْلِي وَأَخْلِقِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا -

৫৫৬৭ হিক্বান (র)..... উম্মে খালিদ বিন্ত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলাম। আমার গায়ে তখন হলুদ রং এর জামা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সানাহ সানাহ। আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় এর অর্থ সুন্দর, সুন্দর। উম্মে খালিদ বলেন : আমি তখন মোহরে নবুওয়াত নিয়ে খেলতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ওকে (নিজ অবস্থায়) ছেড়ে দাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার বস্ত্র পুরোনো কর ও জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর, জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর জীর্ণ কর। তিনবার বললেন। আবদুল্লাহ (র) বলেন : তিনি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হিসেবে (লোকের মধ্যে) আলোচিত হয়েছিলেন।

২৪৫০. **بَابُ رَحْمَةِ الْوَالِدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمَعَانِقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ**

২৪৫০. পরিচ্ছেদ : সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেওয়া ও আলিঙ্গন করা। সাবিত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ (তার পুত্র) ইব্রাহীমকে চুমু দিয়েছেন ও তার ঘ্রাণ নিয়েছেন

۵৫৬৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا -

৫৫৬৮ মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন আবু নু'রায়িম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে একটি লোক মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : কোন দেশের লোক তুমি? সে বললো : আমি ইরাকের অধিবাসী। ইবন উমর (রা) বললেন : তোমরা এর দিকে লক্ষ্য কর, সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা নবী ﷺ -এর সন্তান (হুসাইন)-কে হত্যা করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ওরা দু'জন (হাসান ও হুসাইন) পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।

৫৫৬৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَ نِسِي امْرَأَةً مَعَهَا ابْتِئَانٍ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ ثَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

৫৫৬৯ আবুল ইয়ামান (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক মহিলা দু'টি মেয়ে সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইলো। আমার কাছে একটি খুরমা ছাড়া আর কিছুই সে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। মহিলা তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল। তারপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এলেন। আমি তাকে ঘটনাটি জানালাম। তখন তিনি বললেন : যাকে এ সকল কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, এরপর সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় স্বরূপ হবে।

৫৫৭০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْلِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعُ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا -

৫৫৭০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ আমাদের সামনে এলেন। তখন উমামা বিনত আবুল আস তাঁর কাঁধের উপর ছিলেন। এমতাবস্থায় নবী ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন, তাকে নামিয়ে রাখতেন, আবার যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

৫৫৭১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَظَنَرُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ -

৫৫৭১ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হাসান ইবন আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা ইবন হাবিস তামীমী (রা) বসে ছিলেন। আকরা ইবন হাবিস (রা) বললেন : আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন : যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।

৫৫৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تَقْبَلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقِيلُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أُمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৫৫৭২ মুহম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করে থাকেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে রহমত উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তোমার উপর (তা ফিরিয়ে দেওয়ার) অধিকার রাখি?

৫৫৭৩ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِيمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبِيًّا ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِيِّ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا

تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ ، أَخَذَتْهُ فَأَلصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ
أَتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا لَا ، وَهِيَ تَقْدِيرٌ عَلَيَّ أَنْ لَا تُطْرَحَهُ ، فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ
بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلِدِهَا -

৫৫৭৩ ইবন আবু মারইয়াম (র)..... উমর উবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী আসে। বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা ছিল। তার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিত এবং দুধ পান করাত। নবী ﷺ আমাদের বললেন : তোমরা কি মনে করো এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? আমরা বললাম : না। ফেলার ক্ষমতা রাখলে সে কখনো ফেলবে না। তারপর তিনি বললেন : এ মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দার উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।

২৪৫১. بَابُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

২৪৫১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ দয়া-মায়াকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন

৫৫৭৪ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ
عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَرَّاحِمُ الْخَلْقَ
حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ -

৫৫৭৪ হাকাম ইবন নাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ নাযিল করেছেন। ঐ একভাগের কারণেই সৃষ্ট জগত একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি ঘোড়া তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এ ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।

২৪৫২. بَابُ قَتْلِ الْوَالِدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

২৪৫২. পরিচ্ছেদ : সন্তান খাবে, এ ভয়ে তাকে হত্যা করা

৫৫৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَتَّوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
شَرْحِبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ نَدًا وَهُوَ
خَلْقَكَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ لَمْ يَأْكُلْ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ تُرَاسِيَ
خَبِيلَةَ جَارِكَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ -

৫৫৭৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আল্লাহর রাসূল। কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন : তারপরে কোনটি? নবী ﷺ বললেন : তোমার সাথে খাবে, এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। তিনি বললেন : তারপরে কোনটি? নবী ﷺ বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। তখন নবী ﷺ -এর কথার সত্যতা ঘোষণা করে নাযিল হলো : আর যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না।

২৪৫২. بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

২৪৫৩. পরিচ্ছেদ : শিশুকে কোলে নেওয়া

৫৫৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحْنِكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَبَعَهُ -

৫৫৭৬ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি শিশুকে নিজের কোলে নিলেন। তারপর তাকে তাহনীক' করালেন। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন তিনি পানি আনতে বললেন এবং তা (পেশাবের স্থানে) ঢেলে দিলেন।

২৪৫৩. بَابُ وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخْدِ

২৪৫৪. পরিচ্ছেদ : শিশুকে রানের উপর রাখা

৫৫৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَازِمٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُهُ أَبُو عُمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيَقْعِدُنِي عَلَى فَجْدِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَجْدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي اَرْحَمُهُمَا ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُمَانَ ، فَتَنظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ -

৫৫৭৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... উসামা ইবন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে হাতে ধরে তাঁর এক রানের উপর বসাতেন এবং হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। তারপর উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিতেন। পরে বলতেন : হে আল্লাহ! আপনি এদের

উভয়কে রহম করুন, কেননা আমিও এদের ভালবাসি। অপর এক সূত্রে তামীমী বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে আমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হলো। মনে মনে ভাবলাম, আবু উসমান থেকে আমি এতো এতো হাদীছ বর্ণনা করেছি; এ হাদীসটি মনে হয় তার থেকে শুনিনি। পরে অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, আবু উসমানের কাছ থেকে শ্রুত যে সব হাদীস আমার কাছে লিখিত ছিল, তার মধ্যে এটি পেয়ে গেলাম।

২৪৫৫. بَابُ حُسْنِ الْقَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ

২৪৫৫. পরিচ্ছেদ : সম্মানিত ব্যক্তির সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা ইমানের অংশ

৫৫৭৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غُرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي الْحَنَةِ مِنْ قَصَبٍ ، وَإِنْ كَانَ لِيَذْبُحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَهْدِي فِي خُلَّتَيْهَا مِنْهَا -

৫৫৭৮ উবায়দ ইবন ইসমাইল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্য কোন নারীর উপর ততটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম না, যতটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম খাদীজার উপর। অথচ আমার বিবাহের তিন বছর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। কারণ, আমি শুনতে পেতাম, নবী ﷺ তাঁর নাম উল্লেখ করতেন। আর জান্নাতের মধ্যে মনি মুক্তার একটি ঘরের সুসংবাদ খাদীজাকে শোনাবার জন্যে তাঁর রব তাঁকে আদেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও বক্রী যবেহ করলে তার একটি অংশ খাদীজার বান্ধবীদের কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দিতেন।

২৪৫৬. بَابُ فَضْلِ مَنْ يَفْعَلُ يَتِيمًا

২৪৫৬. পরিচ্ছেদ : ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারীর ফযীলত

৫৫৭৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْحَنَةِ هَكَذَا وَ قَالَ بِاصْبَغِيهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى -

৫৫৭৯ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওহাব (র)..... সাহুল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকবো। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জমী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান।

২৪৫৭. بَابُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

২৪৫৭. পরিচ্ছেদ : বিধবার ভরণ-পোষণের চেষ্টাকারী

৫৫৮০. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ -

৫৫৮০ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... সাফওয়ান ইব্ন সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিধবা ও মিস্কীনদের ভরণপোষণের চেষ্টা করে, সে আল্লাহর পথের জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দিনে সিয়াম পালন করে ও রাতে (নফল ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে।

৫৫৮১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُورِ بْنِ زَيْدِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي الْقَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطَيْعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৫৫৮১ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৪৫৮. بَابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ

২৪৫৮. পরিচ্ছেদ : মিস্কীনদের অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় ব্যক্তি সম্পর্কে

৫৫৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نُورِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْقَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ يَشْكُ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطِرُ

৫৫৮২. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা ও মিস্কীনদের অভাব দূর করার চেষ্টায় ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর তুল্য। (ইমাম বুখারী (র) বলেন) আমার ধারণা যে কানাবী (বুখারীর উস্তাদ আবদুল্লাহ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন : সে সারারাত দভায়মান ব্যক্তির ন্যায় যে (ইবাদতে) ক্লাস্ত হয় না এবং এমন সিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে সিয়াম ভাঙ্গে না।

২৪৫৯. بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

২৪৫৯. পরিচ্ছেদ : মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া

৫৫৮৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَفَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَا

أَشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكَنَا فِي أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْتَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا ، فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَيَّ أَهْنِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمَرُّوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ -

৫৫৮৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু সূলায়মান মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (হা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা কয়েকজন নবী ﷺ -এর দরবারে এলাম। তখন আমরা ছিলাম, প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা অবস্থান করলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি। তাদের সম্পর্কে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ালু। তাই তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ কর এবং যে ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে সালাত আদায় কর। যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে, তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামতি করবে।

৫৫৮৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتِمُّمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَسْرًا فَتَزَلَّ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَتَزَلَّ الْبُئْرَ فَمَلَأَ خَفَهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ فَسَفَى الْكَلْبُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَأْفِي الْبَهَائِمِ أُخْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أُخْرٌ -

৫৫৮৪ ইসমাঈল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার উঁত্র পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ পেয়ে গেল। সে তাতে অবতরণ করলো এবং পানি পান করলো, তারপরে উঠে এলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাপাচ্ছে। পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ডাবলো, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যে রূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে অবতরণ করলো এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো, তারপর মুখ দিয়ে তা (কামড়িয়ে)-ধরে উপরে উঠে এলো। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ ﷻ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ জীব-জন্তুর জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? তিনি বললেনঃ হাঁ প্রত্যেক দয়ালু হৃদয়ের অধিকারীদের জন্যে পুরস্কার আছে।

৫৫৮০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ خَحَّرْتَ وَأَسِغًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ -

৫৫৮৫ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সালাতে দাঁড়ান। আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় এক বেদুঈন সালাতের মধ্যে থেকেই বলে উঠলো : ইয়া আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মদের উপর রহম করো এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করো না। নবী ﷺ সালাম ফিরানোর পর বেদুঈন লোকটিকে বললেন : তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে সংকুচিত করেছো।

৫৫৮৬ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادِيهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمِثْلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا نَدَّاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى -

৫৫৮৬ আবু নু'আয়ম (রা)..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি মু'মিনদের পারস্পরিক দয়া ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ গ্রহণ করে।

৫৫৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ -

৫৫৮৭ আবুল ওয়ালীদ (রা)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান যদি কোন গাছ লাগায়, তা থেকে কোন মানুষ বা জানোয়ার যদি কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।

৫৫৮৮ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَرِيحُ لِرَجُلٍ يَتَّقِي اللَّهَ إِلَّا جَاءَهُ رِزْقٌ مِنْ لَدُنْهِ

৫৫৮৮ উমর ইব্ন হাফস (র)..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না।

২৪৬০. **باب الوصاة بالجار، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَلًا فَخُورًا -**

২৪৬০. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীর জন্য অসীয়াত। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো, এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সাথী-সঙ্গী, পথিক এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীর সাথেও। আল্লাহ গর্বিত অহংকারী লোককে কখনও ভালবাসেন না

৫৫৮৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ -

৫৫৮৯ ইসমাঈল ইব্ন আবু উয়াইস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ বলেছেন : আমাকে জিবরাঈল (আ) সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়াত করে থাকেন। এমনকি, আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

৫৫৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ -

৫৫৯০ মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরাঈল (আ) বরাবরই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অসীয়াত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয় যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।

২৪৬১. **باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ، يُوبِقُهُنَّ يَهُلِكُهُنَّ مَوْبِقًا مَهْلِكًا**

২৪৬১. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, তার গুনাহ

৫৫৯১ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقِهِ * نَابِلَةُ شَبَابَةَ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى * قَالَ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৫৫৯১ আনিসম ইব্ন আলী (র)..... আবু ওরায়হু (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা বলছিলেন : আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে লোক মুমিন নয়! আল্লাহর কসম। সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ কে সে লোক? তিনি বললেন: যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।

২৪৬২. بَابُ لَا تَحْفِرُونَ جَارَةَ لِجَارَتِهَا

২৪৬২. পরিচ্ছেদ : কোন প্রতিবেশী নারী তার প্রতিবেশী নারীকে তুচ্ছ মনে করবে না

৫৫৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْفِرْنَ جَارَةَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةً -

৫৫৯২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : হে মুসলিম মহিলাগণ। কোন প্রতিবেশী নারী যেন তার অপর প্রতিবেশী নারীকে (তার পাঠানো হাদিয়া ফেরত দিয়ে) হয় প্রতিপন্ন না করে। যদিও তা বক্রীর পায়ের ফুর হোক না কেন।

২৪৬৩. بَابُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

২৪৬৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়

৫৫৯৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صِيفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْلُ خَيْرًا أَوْ يَصْمُتْ -

৫৫৯৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা চুপ করে থাকে।

৫৫৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَدْنَاهُ وَأَبْصَرْتُ عِيَّاهُ جِئْتُ تَكَلَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُوا جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمُوا ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ، قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ -

৫৫৯৪ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু ওরায়হ্ 'আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু'কান (সে কথা) গুনছিলো ও আমার দু'চোখ (তাকে) দেখছিলো। তিনি বলছিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যর ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করা হলো : মেহমানের প্রাপ্য কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্? তিনি বললেন : একদিন একরাত ভালরূপে মেহমানদারী করা আর তিন দিন হল (সাধারণ) মেহমানদারী, আর তার চেয়েও বেশী হলে তা হল তার প্রতি অনুগ্রহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিনের বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

۲۴۶۴ . بَابُ حَقِّ الْجَوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ

২৪৬৪. পরিচ্ছেদ : প্রতিবেশীদের অধিকার নির্ধারিত হবে দরজার নিকটবর্তীতার দ্বারা

۵৫৯৫ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فِإِلَى أَيِّهِمَا أَهْدِي؟ قَالَ إِلَى أَقْرَبِيهِمَا مِنْكَ يَا أَبَا -

৫৫৯৫ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট হাদিয়া পাঠাব? তিনি বললেন : যার দরজা (ঘর) তোমার নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাবে)।

۲۴۶۫ . بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

২৪৬৫. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা

۵৫৯৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ -

৫৫৯৬ আলী ইবন 'আয়্য্যাহ্ (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা।

৫৫৭৭ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ
فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ ،
قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيُمْسِكُ
عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ -

৫৫৯৭ আদম (র)..... আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই সাদাকা করা আবশ্যিক। উপস্থিত লোকজন বললো : যদি সে সাদাকা করার মত কিছু না পায়। তিনি বললেন : তাহলে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং সাদাকা করবে। তারা বলল : যদি সে সক্ষম না হয় অথবা বলেছেন : যদি সে না করে? তিনি বললেন : তা হলে সে যেন বিপদগ্রস্থ মাযলূমের সাহায্য করে। লোকেরা বলল : সে যদি তা না করে? তিনি বললেন : তা হলে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অথবা বলেছেন, সাওয়্যাবের কাজের আদেশ দিবে। তারা বলল : তাও যদি সে না করে? তিনি বললেন : তা হলে সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। কারণ, এই তার জন্য সাদাকা।

২৪৬৬ . بَابُ طَيْبِ الْكَلَامِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ -

২৪৬৬. পরিচ্ছেদ : মধুর ভাষা সাদাকা। আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মধুর ভাষাও হল সাদাকা

৫৫৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ
قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ
بِوَجْهِهِ ، قَالَ شُعْبَةُ أَمَا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشْكُ ، ثُمَّ قَالَ أَتَقْرَأُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৫৫৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর তা থেকে পানাহ চাইলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে আবার জাহান্নামের আগুনের কথা উল্লেখ করলেন, তারপর তা থেকে পানাহ চাইলেন এবং তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবু (রা) বলেন : দু'বার যে বলেছেন, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নবী ﷺ বললেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও। যদি তা না পাও, তাহলে মধুর ভাষা বিনিময়ে।

২৪৬৭ . بَابُ الرَّفْقِ فِي الْأَمْرِ كَلِيهِ

২৪৬৭. পরিচ্ছেদ : সকল কাজে নম্রতা

৫৫৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامَ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهَمْتُهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كَلِيهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -

৫৫৯৯ আবদুল আযীয (র)..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের একটি দল নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : السَّامُ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক। আয়েশা (রা) বলেন : আমি এ কথার অর্থ বুঝলাম এবং বললাম : وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ তোমাদের উপরও মৃত্যু ও লানত আসুক। আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : থাম, হে আয়েশা! আল্লাহ সকল কাজে নম্রতা ভালবাসেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি শোনেন নি, তারা কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি বলেছি عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের উপরও।

৫৬০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزْرِمُوهُ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ -

৫৬০০ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওহাব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার পেশাব করা বন্ধ করো না। তারপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং পানি পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হলো।

২৪৬৮ . بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

২৪৬৮. পরিচ্ছেদ : মু'মিনদের পরস্পর সহযোগিতা

৫৬০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُؤَسَّى قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ

بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً
أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ -

৫৬০১ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু মুসা (আশ'আরী) (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন মু'মিনের জন্য ইমরাতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে রাখে। এরপর তিনি (হাতের) আঙ্গুলগুলো (আরেক হাতের) আঙ্গুলে (এর ফাঁকে) ঢুকালেন। তখন নবী ﷺ উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি কিছু প্রশ্ন করার জন্য কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য এল। তখন নবী ﷺ আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন : তোমরা তার জন্য (কিছু দেওয়ার) সুপারিশ করো। এতে তোমাদের সাওয়াব দেওয়া হবে। আল্লাহ তাঁর নবীর আবেদন অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা করেন।

٢٤٦٩ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةَ حَسَنَةٍ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةَ سَيِّئَةٍ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ، كِفْلٌ نَصِيبٌ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْنِ أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ -

২৪৬৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে ঐ কাজের সওয়াবের একটা অংশ পাবে।..... ক্ষমতাবান পর্যন্ত। কফল অর্থ অংশ। আবু মুসা (রা) বলেছেন : হাবশী ভাষায় 'কিফলাইন' শব্দের অর্থ হলো, দ্বিগুণ সাওয়াব

٥٦٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَلَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ -

৫৬০২ মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ নিকট কোন ভিখারী অথবা অভাবগ্রস্থ লোক আসলে তিনি বলতেন : তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমরা সাওয়াব পাবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দু'আ অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা দেন।

٢٤٧٠ . بَابُ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

২৪৭০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ অশালীন ছিলেন না, আর ইচ্ছা করে অশালীন উক্তি করতেন না

٥٦٠٣ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ

مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاجِحًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا -

৫৬০৩ হাফস ইবন উমর ও কুতায়বা (র)..... 'মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর নিকট এমন সময় গেলাম, যখন তিনি মু'আবিয়া (র)-এর সাথে কুফায় আগমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত অশালীন ছিলেন না, আর ইচ্ছাকৃতভাবেও অশালীন উক্তি করতেন না। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে স্বভাবে সর্বোত্তম।

৫৬০৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّأَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكَ وَالْعِنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيَسْتَحَابُّ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَحَابُّ لَهُمْ فِي -

৫৬০৪ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার একদল ইয়াহুদী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আস-সামু আলাইকুম ! (আপনার উপর মরণ আসুক)। আয়েশা (রা) বললেন : তোমাদের উপরই এবং তোমাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব পতিত হোক। তখন নবী ﷺ বললেন : হে আয়েশা! তুমি একটু থামো। নম্রতা অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য। রুঢ় ব্যবহার ও অশালীন আচরণ পরিহার করো। 'আয়েশা (রা) বললেন : তারা যা বলেছে, তা কি আপনি শোনেন নি? তিনি বললেন : আমি যা উত্তর দিলাম, তুমি তা শোননি? আমি তাদের এ কথাটা তাদের উপর ফিরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমার কথাই তাদের ব্যাপারে কবুল হবে আর আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল হবে না।

৫৬০৫ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى هُوَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جَلَالِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَابًا وَلَا فَحَاشًا وَلَا لُعَانًا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَغْتِيبَةِ مَا لَهُ تَرَبَّ حَبِيئُهُ -

৫৬০৫ আস্বাগ (র)..... আবন ইবন হাফসিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ গালি-গালাজকারী, অশালীন ও অভিশাপদাতা ছিলেন না। তিনি আমাদের কারো উপর নারায় হলে, কেবল এতটুকু বলতেন, তার কি হলো। তার রূপাল ধূলাময় হোক।

৫৬.৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَأَاهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو الْعَثِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَثِيرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَاتَّبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَاتَّبَسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهْدُ نَبِيِّ فَحَاشَا إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ انْتِفَاءً شَرِّهِ -

৫৬০৬ 'আমর ইবন সৈসা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন : সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্ট সন্তান। এরপর সে যখন এসে বসলো, তখন নবী ﷺ তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উদারতার সাথে মেলামেশা করেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূল্লাহ! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার সম্পর্কে একরূপ বললেন, পরে তার সাথে আপনি সহাস্যে ও উদার প্রাণে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! তুমি কখন আমাকে অশালীন রূপে পেয়েছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার বদ শ্রুতাবের কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

২৬৭১ . بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَخِيهِ ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ২৪৭১. পরিচ্ছেদ : সচরিত্রতা, দানশীলতা ও কৃপণতা ঘৃণ্য হওয়া সম্পর্কে। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন। আর রামযান মাসে তিনি আরও বেশী দানশীল হতেন। আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, যখন তাঁর কাছে নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি তাঁর ভাইকে বললেন : তুমি এই মক্কা উপত্যকার দিকে সফর কর এবং তাঁর বাণী শুনে এসো। তাঁর ভাই ফিরে গিয়ে বললেন : আমি তাঁকে উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিতে দেখেছি

৫৬.৭ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَبِي رَيْدٍ عَنْ نَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ

لَيْلَةً فَأَنْطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ
لَنْ تُرَاعَوْا لَنْ تُرَاعَوْا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ
لَفَذٌ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ -

[৫৬০৭] 'আমর ইবন 'আওন (র)..... আনাস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবার চাইতে অধিক দানশীল এবং লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী ছিলেন। একদা রাতের বেলায় (একটি বিকট আওয়ায শুনে) মদীনাবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই লোকেরা সেই শব্দের দিকে রওনা হয়। তখন তাঁরা নবী ﷺ কে সামনা-সামনি পেলেন, তিনি সে আওয়াযের দিকে লোকদের আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন : তোমরা ঘাবড়িওনা, তোমরা ঘাবড়িওনা, (আমি দেখে এসেছি, কিছুই নেই)। এ সময় তিনি আবু তাল্হা (রা)-এর জিন বিহীন ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। আর তাঁর কাঁধে একখানা তালোয়ার ঝুলছিল। এরপর তিনি বললেন : অবশ্য এ ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের মত (দ্রুতগামী) পেয়েছি।। অথবা বললেন : এ ঘোড়াটিতো একটি সমুদ্র।

[৫৬০৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا -

[৫৬০৮] মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয় নি, যার উত্তরে তিনি 'না' বলেছেন।

[৫৬০৯] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجِّسًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ خِيَارَكُمُ أَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا -

[৫৬০৯] উমর ইবন হাফস (র)..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) এর নিকট বসছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বভাবত অশালীন ছিলেন না এবং তিনি ইচ্ছা করেও কাউকে অশালীন কথা বলতেন না। তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল, সেই তোমাদের মধ্যে সব চাইতে উত্তম।

[৫৬১০] حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْثَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرُذَّةٍ فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ أَنْدَرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ

هِيَ شِمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلٌ هِيَ شِمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُفُّوكَ هَذِهِ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاخًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا ، فَأَرَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَأَكْسَيْتُهَا ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَمَةِ أَصْحَابِهِ قَالُوا مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مُحْتَاخًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهَا إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فِيمَنْعُهُ ، فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّي أَكْفُرُ فِيهَا -

৫৬১০ সাঈদ ইব্ন আবু মারইয়াম (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা নবী ﷺ-এর খেদমতে একখানা বুরদাহ নিয়ে আসলেন। সাহল (রা) লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা কি জানেন বুরদাহ কী? তাঁরা বললেন : তা চাদর। সাহল (রা) বললেন : এটি এমন চাদর যা ঝালরসহ বোনা হয়েছে। এরপর সেই মহিলা আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে এটি পরিধানের জন্য দিলাম। নবী ﷺ চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করলেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল। এরপর তিনি এটি পরিধান করলেন। এরপর সাহাবীদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবী ﷺ বললেন : 'হাঁ' (দিয়ে দেব)। নবী ﷺ উঠে চলে গেলেন, অন্যান্য সাহাবীরা তাঁকে দোষারোপ করে বললেন : তুমি ভাল কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে, তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপরও তুমি সেটা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে, তাঁর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়, তখন তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো : যখন নবী ﷺ এটি পরিধান করেছেন, তখন তাঁর বরকত হাসিল করার আশায়ই আমি একাজ করেছি, যেন আমি এ চাদরটাকে আমার কাফন বানাতে পারি।

৫৬১১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَفَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيَلْقَى الشَّعْثُ وَيَكْتُرُ الْهَرَجُ ، قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ -

৫৬১১ আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কিসমতের সময় ঘনিয়ে আসবে, ইচ্ছা কমে যাবে; অন্তরে কৃপণতা ঢেলে দেয়া হবে এবং হারজের আধিক্য হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন : হারজ' কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : হত্যা, হত্যা।

৫৬১২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ سَمِعَ سَلَامَ بْنَ مِسْكِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفِي وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا هَلَّا صَنَعْتَ -

৫৬১২ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ﷺ-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উঃ শব্দ বলেন নি। একথা জিজ্ঞাসা করেন নি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?

২৪৭২ . بَابُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

২৪৭২. পরিচ্ছেদ : মানুষ নিজ পরিবারে কি ভাবে চলবে

৫৬১৩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا خَضِرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ -

৫৬১৩ হাফস ইবন উমর (র)..... আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম : নবী ﷺ নিজ গৃহে কী কাজে রত থাকতেন? তিনি বললেন : তিনি সাধারণ গৃহ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আর যখন সালাতের সময় হয়ে যেতো, তখন উঠে সালাতে চলে যেতেন।

২৪৭৩ . بَابُ الْمِقَّةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

২৪৭৩. পরিচ্ছেদ : ভালাবাসা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আসে

৫৬১৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَجِبَهُ فَيُجِبُهُ جِبْرِيْلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيْلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَجِبُوهُ فَلَانًا فَيُجِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ -

৫৬১৪ আমার ইবন আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রাঈল (আ) কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাসবে। তখন জিব্রাঈল (আ) তাকে ভালবাসেন এবং তিনি আসমান বাসীদের নিকট ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা

অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাসবে। তখন আসমান বাসীরাও তাকে ভালবাসতে শুরু করে। তারপর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যমীন বাসীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা হয়।

২৪৭৪ . بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

২৪৭৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালবাসা

৫৬১০ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُجِبَّ الْمَرْءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا -

৫৬১০ আদাম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সে কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসবে, আর যতক্ষণ না সে যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেছেন, তার দিকে ফিরে যাওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সর্বাধিক প্রিয় মনে করবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবেন।

২৪৭৫ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَأَوْلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

২৪৭৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা একদল অপর দলের প্রতি উপহাস করবে না। সম্ভবতঃ উপহাস্য দল, উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে আর তারাই যালিম

৫৬১১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ وَقَالَ بِهِ يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ أَمْرَاتُكُمْ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَهُ يُعَانِقُهَا، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوَهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ حَلَدَ الْعَبْدُ -

৫৬১১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মানুষের বায়ু নির্গমন কাউকে হাসতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন : তোমাদের কেউ কেন তার শ্রীকে বাড়কে পিটানোর মত প্রহার করবে? পরে হয়ত, সে আবার তার সাথে গলাগলিও করবে। সাওরী, ওহায়ব ও আবু মু'আবিয়া (র) হিশাম (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'যাঁড় পিটানোর' স্থলে 'দাসকে বেত্রাঘাত করার মত'।

৫৬১৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا غَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي أُتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ غَنِيكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا -

৫৬১৭ মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় (খুত্বা দানকালে) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি জানো আজ কোন্ দিন? সকলেই বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত আছেন। তখন নবী ﷺ বললেন : আজ এইটি হারাম (সম্মানিত) দিন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা জান, এটি কোন্ শহর? সবাই জবাব দিলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। তখন তিনি বললেন : এটি একটি হারাম (সম্মানিত) শহর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি জান, এটা কোন্ মাস? তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী অবগত। তখন তিনি বললেন : এটা একটা হারাম (সম্মানিত) মাস। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (একে অন্যের) জান, মাল ও ইজ্জত-আববুকে হারাম করেছেন, যেমন হারাম তোমাদের এ দিনটি তোমাদের এ মাস ও তোমাদের এ শহর।

২৪৭৬. بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّيَابِ وَاللُّغْنِ

২৪৭৬. পরিচ্ছেদ : গালি ও অভিশাপ দেওয়া নিষিদ্ধ

৫৬১৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ -

৫৬১৮ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের গালি দেয়া ফাসিকী (কবীরা ওনাহ) এবং এক অন্যের সাথে মারামারি করা কুফরী। শু'বা (র) সূত্রে গুন্দারও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৬১৯ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَلْ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيْلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ -

৫৬১৯ আবু মামার (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : একজন অপর জনকে ফাসিক বলে যেন গালি না দেয় এবং একজন আর একজনকে যেন কাফির বলে অপবাদ না দেয়। কেননা, যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তা তার উপরই পতিত হবে।

৫৬২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا جَلَالُ بْنُ عَبْدِ عَنِ النَّسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمُتَعَبِّةِ مَالَهُ تَرِبَ حَبِيبُهُ -

৫৬২০ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অশালীন, অভিশাপদাতা ও গালিদাতা ছিলেন না। তিনি কাউকে তিরস্কার করার সময় শুধু বলতেন : তার কি হলো? তার কপাল ধূলাময় হোক।

৫৬২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضُّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذِبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ -

৫৬২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... সাবিত ইবন যাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের উপর কসম খাবে, সে ঐ ধর্মেরই शामिल হয়ে যাবে, আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের নযর আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়। আর কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি কোন মু'মিনের উপর অভিশাপ দিলে, তা তাকে হত্যা করারই शामिल হবে। আর কোন মু'মিনকে কাফির বলে অপবাদ দিলে, তাও তাকে হত্যা করারই মত হবে।

৫৬২২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرْدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ

قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَتَرَى بِي بَأْسٌ أَمْحَنُونَ أَنَا أَذْهَبُ -

৫৬২২ উমর ইবন হাফস..... সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) নামক নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ দু'জন লোক নবী ﷺ -এর সামনে একে অন্যকে গালি দিচ্ছিল। তাদের একজন এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, তার চেহারা ফুলে বিগড়ে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি অবশ্যই একটিই কালেমা জানি। যদি সে ঐ কালেমাটি পড়তো, তা হ'লে তার ক্রোধ চলে যেত। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট গিয়ে নবী ﷺ -এর ঐ কথাটি তাকে জানালো। আর বললো যে, তুমি শয়তান থেকে পানাহ চাও। তখন সে বললো : আমার মধ্যে কি কোন রোগ দেখা যাচ্ছে? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও।

৫৬২৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِبَيْلَةِ الْقَدْرِ فَنَلَّحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ فَنَلَّحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ -

৫৬২৩ মুসান্নাদ (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের 'লায়লাতুল কাদর' সম্বন্ধে জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলেন। নবী ﷺ বললেন : আমি 'লায়লাতুল কাদর' সম্পর্কে তোমাদের খবর দিতে বেরিয়ে এসেছিলাম। এ সময় অমুক, অমুক পরস্পর ঝগড়া করছিল। এজন্য ঐ খবরের 'ইলম' আমার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা হয়তঃ তোমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে। অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকের নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ করবে।

৫৬২৪ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَعَلَى غَلَامِهِ بُرْدًا ، فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَلَيْسَتْهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتَهُ نَوْبًا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَلَنْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي أَسَأَيْتَ فُلَانًا ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَفَلَنْتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ إِنَّكَ امْرَأٌ فَبِكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ ؟ قَالَ نَعَمْ هُبْسَمُ إِخْوَانِكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَلْيَعْنُ عَلَيْهِ -

৫৬২৪ উমর ইবন হাফস (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর উপর একখানা চাদর ও তাঁর গোলামের গায়ে একখানা চাদর দেখে বললাম, যদি আপনি ঐ চাদরটি নিতেন ও পরিধান করতেন, তাহলে আপনার এক জোড়া হয়ে যেত আর গোলামকে অন্য কাপড় দিয়ে দিতেন। তখন আবু যার (রা) বললেন : একদিন আমার ও আরেক ব্যক্তির মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। তার মা ছিল জনৈক অনারব মহিলা। আমি তার মা তুলে গালি দিলাম। তখন লোকটি নবী ﷺ -এর নিকট তা বলল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তুমি কি তার মা তুলে গালি দিয়েছ? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : নিশ্চয়ই তুমিতো এমন ব্যক্তি যার মধ্যে জাহেলী যুগের আচরণ বিদ্যমান। আমি বললাম : এখনো? এ বৃদ্ধ বয়সেও? তিনি বললেন : হাঁ! তারা তো তোমাদেরই ভাই। আন্নাহু তা'আলা ওদের তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং আন্নাহু তা'আলা যার ভাইকে তার অধীন করে দেন, সে নিজে যা খায়, তাকেও যেন তা খাওয়ায়। সে নিজে যা পড়ে, তাকেও যেন তা পড়ায়। আর তার উপর যেন এমন কোন কাজের চাপ না দেয়, যা তার শক্তির বাইরে। আর যদি তার উপর এমন কঠিন কাজের চাপ দিতেই হয়, তাহলে সে নিজেও যেন তাকে সাহায্য করে।

২৫৭৭ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطُّوبَى الْقَصِيرِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لَا يَرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ

২৪৭৭. পরিচ্ছেদ : মানুষের গুণাগুণ উল্লেখ করা জায়েয। যেমন লোকে কাউকে বলে 'লম্বা' অথবা 'খাটো'। আর নবী ﷺ কাউকে 'যুলু ইয়াদাইন' (লম্বা হাতওয়ালা) বলেছেন। তবে কারো বদনাম অথবা অপমান করার উদ্দেশ্যে (জায়েয) নয়

৫৬২৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةِ فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَقَالُوا فَصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ فَصِرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَفْصُرْ ، قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَخَدَ بِمِثْلِ سُحُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي سُحُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ

৫৬২৫ হাফস ইবন উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত দু'বাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর সিজদার

জায়গার সামনে রাখা একটা কাঠের দিকে অগ্রসর হয়ে তার উপর তাঁর এক হাত রাখলেন। সেদিন লোকদের মাঝে আবু বকর, উমর (রা)-ও হাযির ছিলেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। কিন্তু তাড়াহুড়া করে (কিছু) লোক বেরিয়ে গিয়ে বলতে লাগল : সালাত খাট করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিল, যাকে নবী ﷺ 'যুল্‌ইয়াদাইন' (দুই হাতাওয়ালা অর্থাৎ লম্বা হাতাওয়ালা) বলে ডাকতেন, সে বলল : 'ইয়া নবী আল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন, না সালাত ছোট করা হয়েছে? তিনি বললেন : আমি ভুলে যাইনি এবং (সালাত) ছোটও করা হয়নি। তারা বললেন : বরং আপনিই ভুলে গেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন : 'যুল্‌ইয়াদাইন' ঠিকই বলেছে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর 'তাকবীর' বলে আগের সিজদার মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর আবার মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন এবং আগের সিজদার ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন।

۲۴۷۸ . بَابُ الْغَيْبَةِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا يَغْتَبَ بَغْضُكُمْ بَغْضًا أَيُّجِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِبِّهِ مِمَّا فَكَرَهُتُمُوهُ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ثَوَّابٌ رَحِيمٌ -

২৪৭৮. পরিচ্ছেদ : গীবত করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী : তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে..... অতি দয়ালু পর্যন্ত

۵۶۲۶ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِغَسْبِ رُطْبٍ فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَتَّسَا -

৫৬২৬ ইয়াহইয়া (র)..... ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই এ দু'জন কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোন গুনাহের কারণে কবরে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই কবর বাসী পেশাব করার সময় সতর ঢাকতেন। আর ঐ কবরবাসী গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটা কাচা ভাল আশিয়ে সেটা দু'টুকরো করে এক টুকরো এ কবরটির উপর এবং এক টুকরো ঐ কবরটির উপর গেড়ে দিলেন। তারপর বললেন : এ ভালের টুকরো দু'টি না গুনানো পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের আযাব কমিয়ে দিবেন।

২৪৭৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ

২৪৭৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আনসারদের ঘরগুলো উত্তম

۵۶۲۷ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَسِيدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ

النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّحَارِ -

৫৬২৭ কাবীসা (র)..... উসাইদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন : আনসারদের ঘরগুলোর মধ্যে নাজ্জার গোত্রের ঘরগুলোই উত্তম।

২৪৮০. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ الرَّئِبِ

২৪৮০. পরিচ্ছেদ : ফাসাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েয

۵۶২৮ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُكَدِّرِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ

الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ انْذُبُوا لَهُ بِنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنَ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْأَنْ لَمْ يَلْقَ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ ، ثُمَّ أَلْتُ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيُّ عَائِشَةَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ انْفَاءً فُحْشِيهِ -

৫৬২৮ সাদাকা ইবন ফাযল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ

ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। সে বংশের নিকটুট জাই অথবা বললেন : সে গোত্রের নিকটুট সন্তান। লোকটি ভিতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ? আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। পরে আপনি আবার তার সাথে নম্রতার সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন তিনি বললেন : হে আয়েশা! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকটুট ব্যক্তি সে-ই যার অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশব ত্যাগ করে।

২৪৮১. بَابُ التَّمِيمَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ

২৪৮১. পরিচ্ছেদ : চোগলখোরী কবীরা ওনাহ

۵৬২৯ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حَمِيدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَاوِدٍ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِطَّانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتِ ابْنَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ ، كَانَ

أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبِيرُ مِنَ الْبُؤَالِ ، وَكَانَ الْآخِرُ يُمَشِي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِحَرِيذَةَ فَكَبَّرَهَا بِكَبْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِينَ فَحَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا ، وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا ، فَقَالَ لَعْنَةُ يُخْفِئُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَسَيَا -

[৫৬২৯] ইব্ন সালাম..... ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ মদীনার কোন বাগানের বাইরে গেলেন। তখন তিনি এমন দুজন লোকের আওয়ায শুনলেন, যাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন : তাদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে বেশী গুনাহের দরুন আযাব দেয়া হচ্ছে না। আর তাহলো কবীরা গুনাহ। এদের একজন পেশাবের সময় সতর ঢাকতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতে। তারপর তিনি একটা কাঁচা ডাল আনিয়ে তা ভেঙে দু'টুকরো করে, এ কবরে এক টুকরো আর ঐ কবরে এক টুকরো গেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ দু'টি যতক্ষণ পর্যন্ত না ওকাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করে দেওয়া হবে।

۲۴۸۲ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَقَوْلِهِ : هَمَّازٌ مَشَاءَ بِنَمِيمٍ ، وَيَلُكِلُ هَمَزَةٌ لِمَزَةٍ ، يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ يَعِيبُ

২৪৮২. পরিচ্ছেদ : চোগলখোরী নিন্দনীয় গুনাহ। আল্লাহর বাণী : অধিক কসমকারী, লালিত্ত ব্যক্তি পশ্চাতে নিন্দাকারী এবং চোগলখোরী করে বেড়ায় এমন ব্যক্তি। প্রত্যেক চোগলখোর ও প্রত্যেক পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নিন্দাকারীদের ধ্বংস অনিবার্য

[৫৬৩০] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ -

[৫৬৩০] আবু নুয়ঈম(র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

۲۴۸۳ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

২৪৮৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বাণীঃ তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর

[৫৬৩১] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ عَنِ الْحَقَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْحَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْتَادَهُ -

৫৬৩১ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা আর মূর্খতা পরিত্যাগ করলো না, আল্লাহর নিকট (সিয়ামের নামে) তার পানাহার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই।

২৪৮৪ . ۲۴۸۴ . بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

২৪৮৪. পরিচ্ছেদ : দু'মুখো ব্যক্তি সম্পর্কে

৫৬৩২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بَوَاجِهِ ، وَهَوْلَاءَ بَوَاجِهِ -

৫৬৩২ উমর ইবন হাফস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট এই ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকট পাবে, যে দু'মুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসতো, আর ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিত।

৩৪৮৫ . ۳۴۸۵ . بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

২৪৮৫. পরিচ্ছেদ : আপন সঙ্গীকে তার সম্পর্কে অপরের উক্তি অবহিত করা

৫৬৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فْتَمَعَرَّ وَجْهَهُ ، وَقَالَ رَجِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَّرَ -

৫৬৩৩ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (র)..... ইবন মাসুউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (গনীমতের মাল) ভাগ করলেন। তখন আনসারদের মধ্য থেকে এক (মুনাফিক) ব্যক্তি বলল : আল্লাহর কসম! এ কাজে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর সন্তুষ্টি চাননি। তখন আমি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথার খবর দিলাম। এতে তাঁর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি বললেন : আল্লাহ মুসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চাইতে অনেক বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে; তবুও তিনি সবুহ করেছেন।

banglainternet.com

২৪৮৬ . ۲۴۸۶ . بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّمَادِحِ

২৪৮৬. পরিচ্ছেদ : অপছন্দনীয় প্রশংসা

৫৬৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِبُهُ فَمَسَى الْمِدْحَةَ فَقَالَ أَهْلَكُكُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ -

৫৬৩৪ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একজনকে আরেক জনের প্রশংসা করতে শোনলেন এবং সে তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করছিল। তখন তিনি বললেন : তোমরা ভো লোকটিকে মেরে ফেললে, অথবা বললেন : লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে।

৫৬৩৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ غَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسْبِيهِ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا قَالَ وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ وَيْلَكَ -

৫৬৩৫ আদম (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সামনে এক ব্যক্তির আলোচনা আসল। তখন একজন তার খুব প্রশংসা করলো। নবী ﷺ বললেন : আফসোস তোমার প্রতি ! তুমিতো তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে। এ কথাটি তিনি কয়েক বার বললেন। (তারপর তিনি বললেন :) যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, আমি তার সম্পর্কে এমন, এমন ধারণা করি, যদি তার এরূপ হওয়ার কথা মনে করা হয়। তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারীতো হলেন আল্লাহ্, আর আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কেউ কারো পবিত্রতা বর্ণনা করবে না।

২৪৮৭ . بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَعْدُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ -

২৪৮৭. পরিচ্ছেদ : নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কারো প্রশংসা করা। সা'দ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ কে যমীনের উপর বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথা বলতে শুনি নি যে, সে জান্নাতী আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) ব্যতীত

৫৬৩৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْإِزَارَ يَسْقُطُ مِنْ أَحَدٍ شَقِيهِ ، قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ -

৫৬৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ার সম্পর্কে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করলেন, তখন আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার লুসিরও একদিক দিয়ে ঝুলে পড়ে। তিনি বললেন তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

২৬৪৪ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ بَغْيٌ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ وَتَرْكُ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ -

২৪৮৮. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায্যবিচার ও সহ্যবহারের নির্দেশ দান করেন..... গ্রহণ, পর্যন্ত। এবং আল্লাহর বাণী: তোমাদের সীমা অতিক্রম করার পরিণতি তোমাদেরই উপর বর্তাবে "যার উপর যুলুম করা হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।" আর মুসলিম অথবা কাফিরের কু-কর্ম প্রচার থেকে বিরত থাকা

৫৬৩৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يَحْتَلِبُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِي أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَحَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ يَعْنِي مَنْحُورًا ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَيْدٌ بْنُ أُعْصَمٍ ، قَالَ وَفِيمَ ؟ قَالَ فِي جَنْفٍ طَلَعَهُ ذَكَرٌ فِي مَشْطٍ وَمُشَافِقَةٍ ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بئرِ ذَرَوَانَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ هَذِهِ الْبئرُ الَّتِي أُرِيْتَهَا كَانَ رُؤُسُ نَحْلِهَا رُؤُسَ الشَّيَاطِينِ ، وَكَانَ مَاءُهَا نُفَاعَةَ الْحَنَاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَا تُعْنِي تَنَشَّرَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَا أَنَا فَأُكْرَهُ أَنْ أُبَيَّرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، قَالَتْ وَلَيْدٌ بْنُ أُعْصَمٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ -

৫৬৩৭ হুমায়দী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত এত দিন এমন অবস্থায় অতিবাহিত করছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হতো যেন তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, অথচ তিনি মিলিত হননি। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন : হে আয়েশা! আমি যে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলুম, সে কিভাবে আল্লাহ আমাকে জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন। (আমি যথেষ্ট দেখলাম) আমার নিকট দুই ব্যক্তি এলো। একজন বসলো আমার পায়ের কাছে এবং আরেক জন শিয়রে। পায়ের কাছে বসা ব্যক্তি শিয়রে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল : এ ব্যক্তির অবস্থা কি? সে

বলল : তাকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল : তাকে কে যাদু করেছে? সে বলল : লাবীদ ইবন আসাম। সে আবার জিজ্ঞাসা করল : কিসের মধ্যে? সে বললো, নর খেজুর গাছের খোসার ভিতরে তার চিকনীর এক টুকরা ও আচ্ছাদনো চুল পুরে দিয়ে 'যারওয়ান' কূপের মধ্যে একটা পাথরের নীচে রেখেছে। এরপর নবী ﷺ (সেখানে) গিয়ে দেখে বললেন : এ সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। সেখানের খেজুর গাছের মাথাগুলো যেন শয়তানের মাথা এবং সে কূপের পানি যেন মেহদী নিংড়ানো পানি। এরপর নবী ﷺ -এর নির্দেশে তা কূপ থেকে বের করা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি আরয় করলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন অর্থাৎ এটি প্রকাশ করলেন না? নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ তো আমাকে শিফা দান করেছেন, আর আমি মানুষের নিকট কারো কুকর্ম ছড়ানো পছন্দ করি না। আয়েশা (রা) বলেন : লাবীদ ইবন আসাম ছিল ইয়াহূদীদের মিত্র বনু যুরায়কের একব্যক্তি।

২৪৮৭ . بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَ التَّدَابِيرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

২৪৮৯. পরিচ্ছেদ : একে অন্যকে হিংসা করা এবং পরস্পর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহর বানী : আমি হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬৩৮ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَسْتَسُوا وَلَا تَحْسُسُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا -

৫৬৩৮ বিশ্ব ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারো প্রতি ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ অব্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো।

৫৬৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ -

৫৬৩৯ আবুল ইয়ামান (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশী তার ভাইকে পরিত্যাপ করে থাকা জায়য নয়।

২৬৭০. **بَابُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ**

وَلَا تَحْسَبُوا

২৪৯০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহ্ বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশী অনুমান করা থেকে বিরত থাকো..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত

৫৬৮০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا -

৫৬৮০ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থেকে। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেকে।

৮৭৭১. **بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ**

২৪৯১. পরিচ্ছেদ : কি ধরনের ধারণা করা যেতে পারে

৫৬৮১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِن دِينِنَا شَيْئًا قَالَ اللَّيْثُ كَانَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمَنَافِقِينَ -

৫৬৮১ সাঈদ ইবন উফায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না। রাবী লায়স বর্ণনা করেন যে, এ দু'ব্যক্তি মুনাফিক ছিল।

৫৬৮২ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهَذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنَّا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ -

৫৬৮২ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লায়স আমাদের কাছে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। (এতে রয়েছেঃ) আয়েশা (রা) বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার নিকট এসে

বললেন : হে আয়েশা! অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন, যার উপর আমরা রয়েছি, সে সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি ধারণা করি না।

২৪৭২. بَابُ سِتْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى نَفْسِهِ

২৪৯২. পরিচ্ছেদ : মু'মিনের নিজের দোষ গোপন রাখা

৫৬৪৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أُخْيَةَ بْنِ شِهَابِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مَعْفَى إِلَّا الْمُحَاهِرِينَ وَإِنْ مِنَ الْمُحَاهِنَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فَلَانَ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ -

৫৬৪৩ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যক্তি। আর নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোন ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর পর্দা খুলে ফেলল।

৫৬৪৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرَزٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْتَوُونَ أَحَدَكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتُ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرُرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَعْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ -

৫৬৪৪ মুসাদ্দাদ (র)..... সাফওয়ান ইবন মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)কে জিজ্ঞেস করল : আপনি 'নাজওয়া' (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর মু'মিন বান্দার মধ্যে গোপন আলোচনা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কি বলতে শুনেছেন? বললেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের এক ব্যক্তি তার রবের এমন নিকটবর্তী হবে যে, তিনি তার উপর তাঁর নিজস্ব পর্দা ঢেলে দিয়ে দু'বার জিজ্ঞাসা করবেন : তুমি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে : হ্যাঁ। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করবেন : তুমি এমন এমন কাজ করেছিলে? সে বলবে : হ্যাঁ। এভাবে তিনি তার স্বীকরোক্তি নিবেন। এরপর বলবেন : আমি দুনিয়াতে তোমার এগুলো ঢেকে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার এসব ওনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

২৪৭৩. **بَابُ الْكِبْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ثَانِي عَطْفِهِ مُسْتَكْبِرٌ فِي نَفْسِهِ ، عَطْفُهُ رَقَبَتُهُ**

২৪৭৩. পরিচ্ছেদ : অহংকার। মুজাহিদ (র) বলেন, (আব্বাহর বাণী) عطفه অর্থাৎ তার ঘাড়। ثانی عطفه অর্থাৎ নিজে নিজে মনে অহমিকা পোষণকারী

৫৬৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بِنِ وَهَبِ الْخَزَاعِمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْحَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٌ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ الْأُمَّةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

৫৬৪০ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... হারিসা ইবন ওহাব খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? (তারা হলেন) : ঐ সকল লোক যারা অসহায় এবং যাদের হীন মনে করা হয়। তারা যদি আব্বাহর নামে কসম খেয়ে বসে, তা'হলে তা তিনি নিশ্চয়ই পূরা করে দেন। আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা হলো : রুঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাঙ্গিক। মুহাম্মদ ইবন সৈয়া (র) সূত্রে আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের কোন এক দাসীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন।

২৪৭৪. **بَابُ الْهَجْرَةِ ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ**
২৪৭৪. পরিচ্ছেদ : সম্পর্ক ত্যাগ এবং এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের অধিক কথাবার্তা পরিত্যাগ করা বৈধ নহে

৫৬৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطَّفَيْلِ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أُخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَنِي عَائِشَةَ وَاللَّهِ لَتَنْتَهَيْنِ عَائِشَةَ أَوْ لِأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَمْوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ اللَّهُ عَلَى نَذْرٍ ، أَنْ لَا أَكَلِمَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا ، حِينَ طَالَتْ الْهَجْرَةَ ، فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَبَدًا وَلَا أَتَحَنَّنُ إِلَيَّ نَذْرِي ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَقَالَ لَهُمَا أَبِشِدُكُمْ بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي

عَلَى عَائِشَةَ ، فَإِنَّهَا لَا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تُنْذِرَ قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ
بِأَرْضَيْهِمَا ، حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَدْخُلْ؟
قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا ، فَأَلَوْا كُنَّا ؟ قَالَتْ نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنْ مَعَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ،
فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا يَبْكِي ، وَطَفِقَ الْمِسُورُ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمْتَهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدِ
عَلِمْتَ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى
عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِيرَةِ وَالشَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ يَا بَنِي نَذَرْتُ وَالتَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ
يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَفَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تُذَكِّرُ نَذْرَهَا
بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا حِمَارَهَا -

[৫৬৪৬] আবুল ইয়ামান (র)..... আওফ ইবন মালিক ইবন তুফায়ল (রা) আয়েশা (রা)-এর
বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃপুত্র থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) কে অবহিত করা হলো যে, তাঁর কোন বিক্রীর
কিংবা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র বলেছেন : আল্লাহর কসম! আয়েশা (রা)
অবশ্যই বিরত থাকবেন, নতুবা আমি নিশ্চয়ই তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবো। তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন : সত্যিই কি তিনি এ কথা বলেছেন? তারা বললেন : হ্যাঁ। তখন আয়েশা (রা) বললেন :
আল্লাহর কসম! আমি আমার উপর মানত (শপথ) করে নিলাম যে, আমি ইবন যুবায়রের সাথে
আর কখনও কথা বলবো না। যখন এ বর্জনকাল দীর্ঘ হলো, তখন ইবন যুবায়র (রা) আয়েশা
(রা)-এর নিকট সুপারিশ পাঠালেন। তখন তিনি বললেন : না, আল্লাহর কসম! এব্যাপারে আমি
কখনো কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না। আর আমার মানতও ভঙ্গ করব না। এভাবে যখন ব্যাপারটা
ইবন যুবায়র (রা)-এর জন্য দীর্ঘ হতে লাগলো, তখন তিনি যহুরা গোত্রের দু'ব্যক্তি মিস্‌ওয়্যার ইবন
মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবন আস্‌ওয়াদ ইবন আব্দ ইয়াওসের সাথে আলোচনা করলেন।
তিনি তাদের দু'জনকে বললেন : আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, তোমরা দু'জন
(যে প্রকারে হোক) আমাকে আয়েশা (রা)-এর কাছে নিয়ে যাও। কারণ আমার সাথে তাঁর বিচ্ছিন্ন
থাকার মানত জায়য নয়। তখন মিস্‌ওয়্যার (রা) ও আবদুর (রা) উভয়ে চাদর দিয়ে ইবন
যুবায়রকে জড়িয়ে নিয়ে এলেন এবং উভয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন :
আস্‌নালামু আলাইকে ওয়া বাহম্মাতুল্লাহি ওয়া বাব্বাকাতুল্লি আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?
আয়েশা (রা) বললেন : আপনারা ভেতরে আসুন। তারা বললেন : আমরা সবাই? তিনি বললেন :
হ্যাঁ, তোমরা সবাই প্রবেশ কর। তিনি জানতেন না যে এদের সঙ্গে ইবন যুবায়র রয়েছেন। তাই
যখন তারা ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন ইবন যুবায়র পর্দার ভেতর ঢুকে গেলেন এবং আয়েশা

(রা)-কে জড়িয়ে ধরে, তাঁকে আল্লাহর কসম দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তখন মিসওয়্যার (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-ও তাঁকে আল্লাহর কসম দিতে আরম্ভ করলেন। তখন আয়েশা (রা) ইব্ন যুবায়ের (রা)-এর সাথে কথা বলেন এবং তার ওয়র কবুল করে নেন। আর তাঁরা বলতে লাগলেন : আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, নবী ﷺ সম্পর্ক বর্জন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হারাম। যখন তাঁরা আয়েশা (রা)-কে বেশী বেশী বুঝাতে ও চাপ দিতে লাগলেন, তখন তিনিও তাদের বুঝাতে ও কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন : আমি 'মানত' করে ফেলেছি। আর মানত তো শক্ত ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা একাধারে চাপ দিতেই থাকলেন, অবশেষে তিনি ইব্ন যুবায়ের (রা)-এর সাথে কথা বলে ফেললেন এবং তার নয়রের জন্য (কাফ্ফারা স্বরূপ) চল্লিশ জন গোলাম আযাদ করে দিলেন। এর পরে, যখনই তিনি তাঁর মানতের স্মরণ করতেন তখন তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত।

৫৬৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ -

৫৬৪৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পরস্পর বিদেহ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা করো না এবং একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে না। আর তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে থেকে। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকবে।

৫৬৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

৫৬৪৮ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাই-এর সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপর জন সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি।

২৪৭৫ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَجْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ كَفَى حِينَ كُفِّتْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا ، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً

২৪৯৫. পরিচ্ছেদ : যে আত্মাহ্নর নাফরমানী করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) যখন (তাবুক যুদ্ধের সময়) নবী ﷺ এর পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তখনকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, নবী ﷺ মুসলমানদের আমাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পঞ্চাশ দিনের কথাও উল্লেখ করেন

৫৬৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ ، قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً قُلْتُ بَلَى وَرَبُّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتَ سَاحِطَةً قُلْتُ لَا وَرَبُّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلٌ لَسْتُ أَهَاجِرُ إِلَّا اسْمَكَ -

৫৬৪৯ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমার রাগ ও খুশী উভয়টাই বুঝতে পারি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি তা কি ভাবে বুঝে নেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : যখন তুমি খুশী থাক, তখন তুমি বলো : হাঁ, মুহাম্মদের রবের কসম! আর যখন তুমি রাগান্বিত হও, তখন তুমি বলে থাক : না, ইব্রাহীমের রবের কসম! আয়েশা (রা) বললেন, আমি বললাম, হাঁ। আমি তো শুধু আপনার নামটি বর্জন করি।

২৪৯৬. পরিচ্ছেদ : আপন লোকের সাথে প্রতি দিনই সাক্ষাৎ করবে অথবা সকালে ও বিকেলে

৫৬৫০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَغْفِلْ أَبَوِي إِلَّا وَهُمَا يَدَيْتَانِ الدِّينِ وَلَمْ يَمُرْ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيَانِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الشَّهْبِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيَانِي فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَ إِنِّي قَدْ أَدْنَى لِي بِالْخُرُوجِ -

৫৬৫০ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা ও লায়স (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বৃদ্ধ হওয়ার পর থেকেই আমি আমার বাবা-মাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্তই পেয়েছি। আমাদের উপর এমন কোন দিন অভিযুক্ত হতো না, যে দিনের উভয় প্রান্তে সকালে ও বিকেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন না। একদা ঠিক দুপুর বেলায় আমরা আবু বকর (রা)-এর কক্ষে বসা ছিলাম। একজন বলে উঠলেন : এই যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ! তিনি এমন সময় এসেছেন,

যে সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবু বকর (রা) বললেন : তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এ মুহূর্তে নিয়ে এসেছে। নবী ﷺ বললেন : আমাকে মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

۲۴۹۷ . بَابُ الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي غَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৯৭. পরিচ্ছেদ : দেখা-সাক্ষাৎ এবং কোন লোকদের সাথে দেখা করতে গিয়ে, তাদের সেখানে খাবার গ্রহণ করা। সালামান (রা) নবী ﷺ-এর যামানায় আবু দারদা (রা)-এর সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে খাবার গ্রহণ করেন

۵۶۵۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنَضِيعَ لَهُ عَلَى بَسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ -

৫৬৫১ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এক আনসার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, এরপর তিনি তাদের সেখানে খাবার খেলেন। এরপর যখন তিনি বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করলেন, তখন ঘরের মধ্যে এক জায়গায় (সালাতের জন্য) বিছানা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন তার জন্য পানি ছিটিয়ে একখানা চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। তারপর তিনি এর উপর সালাত আদায় করলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করলেন।

۲۴۹۸ . بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوَفُودِ

২৪৯৮. পরিচ্ছেদ : প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ উপলক্ষে উত্তম পোশাক পরিধান করা

۵۶۵۲ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا الْإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ مَا غُلِظَ مِنَ الدِّيَاجِ وَخَشْنُ مِثْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ جُلَّةٍ مِنْ اسْتَبْرَقٍ ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِ هَذِهِ فَلَبِسَهَا يَوْمَئِذٍ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْخَرَبِيسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، فَمَضَى فِي ذَلِكَ مَا مَضَى ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتَى بِسَهَابًا

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعَثتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ ، وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَا لَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعِلْمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ -

৫৬৫২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'ইস্তাবরাক কী'? আমি বললাম, তা মোটা ও সুন্দর রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে বলতে শুনেছি যে, উমর (রা) এক ব্যক্তির গায়ে একজোড়া মোটা রেশমী বস্ত্র দেখলেন। তখন তিনি সেটা নিয়ে নবী ﷺ-এর খেদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনি এটি কিনে নিন। যখন আপনার নিকট কোন প্রতিনিধি দল আসবে, (তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য) তখন আপনি এটি পরবেন। তিনি বললেন : রেশমী বস্ত্র একমাত্র ঐ ব্যক্তিই পরবে, যার (আখিরাতে) কোন হিসসা নেই। এরপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবী ﷺ উমর (রা)-এর নিকট এরূপ একজোড়া কাপড় পাঠালেন। তখন তিনি সেটি নিয়ে নবী ﷺ-এর খিদমতে এসে বললেন : আপনি এটা আমার নিকট পাঠালেন, অথচ নিজেই এ জাতীয় বস্ত্র সম্পর্কে যা বলার তা বলেছিলেন। তিনি বললেন : আমি তো এটা একমাত্র এ জন্যে তোমার নিকট পাঠিয়েছি, যেন তুমি এর বিনিময়ে কোন মাল সংগ্রহ করতে পার। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ইব্ন উমর (রা) কারুকার্য খচিত কাপড় পড়তে অপছন্দ করতেন।

٢٤٩٩ . بَابُ الإِخَاءِ وَالْحَلْفِ ، وَقَالَ أَبُو جَحِيْفَةَ أَخِي النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَخِي النَّبِيِّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

২৪৯৭. পরিচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্বের ও প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, নবী ﷺ সালমান ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলেন : আমরা মদীনায় এলে নবী ﷺ আমার ও সাদ ইব্ন রাবী-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন

٥٦٥٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلَيْتُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৫৬৫৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) আমাদের নিকট এলে নবী ﷺ তাঁর ও সাদ ইব্ন রাবী-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তারপর নবী ﷺ তাঁর বিয়ের পর তাঁকে বললেন : তুমি 'ওয়ালিমা' করো, অন্ততঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও।

৫৬৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَسْرِ بْنِ مَالِكٍ أُبَلِّغُكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا جُلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ قَدْ حَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي -

৫৬৫৬ মুহাম্মদ ইবন সাক্বাহ (র)..... আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি জানেন কি নবী ﷺ বলেছেন : ইসলামে প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক নেই? তিনি বললেন : নবী ﷺ তো আমার ঘরে বসেই কুরায়শ আর আনসারদের মধ্যে পরস্পর প্রতিশ্রুতির বন্ধন স্থাপন করেন।

২৫০০ . بَابُ التَّبَسُّمِ وَالضَّحْكِ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَسْرُ إِلْسَى النَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكْتُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ اللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْنَى

২৫০০. পরিচ্ছেদ : মুচকি হাসি ও হাসি প্রসঙ্গে। ফাতেমা (রা) বলেন, একবার নবী ﷺ আমাকে গোপনে একটি কথা বললেন, আমি হেসে ফেললাম। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ হাসানো ও কাঁদানোর একমাত্র মালিক

৫৬৫৫ حَدَّثَنَا جَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَرَوَّحَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا أُخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَتَرَوَّحَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْيَةِ لِهَدْيَةِ أَخَذْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا، قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤَذِّنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدُ بْنُ يَنْبَادٍ أَبَا بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرُوحُ هَذِهِ عَمَّا تَحْتَرُّهُ بِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ -

৫৬৫৫ হিব্বান ইবন মুসা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রিফাআ' কুরায়ী (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন এবং অকাটা তাল্লাক দেন। এরপর আবদুর রহমান ইবন যুবায়র তাকে বিয়ে করেন। পরে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি রিফাআ'র কাছে ছিলেন এবং রিফাআ' তাকে শেষ তিন তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁকে আবদুর রহমান ইবন যুবায়র বিয়ে করেন। আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কাছে তো শুধু এ কাপড়ের মত রয়েছে। (একথা

বলে) তিনি তাঁর ওড়নার আঁচল ধরে উঠালেন। রাবী বলেন : তখন আবু বকর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট বসা ছিলেন এবং সাঈদ ইবন আ'সও ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হাজার দরজার কাছে বসা ছিলেন। তখন সা'দ (রা) আবু বকর (রা)কে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন : হে আবু বকর আপনি এই মহিলাকে কেন ধমক দিচ্ছেন না, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে (প্রকাশ্যে) এসব কথাবার্তা বলছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল মুচকি হাসছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সম্ভবতঃ তুমি আবার 'রিফায়া' (রা)-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। তা হবে না। যতক্ষণ না তুমি তার এবং সে তোমার মিলন স্বাদ গ্রহণ করবে।

৫৬৫৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ فَرَسِ بْنِ سَالْتَةَ وَيَسْتَكْرِتُهُ غَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْحَكُ ، فَقَالَ اضْحَكِ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أُتِّ وَأُمِّي ؟ فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهْتِنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدَوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَنْهَيْتِنِي وَلَمْ تَهْتِنِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ إِنَّكَ أَفْظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقَيْتُكَ الشَّيْطَانَ سَالِكًا فَحَا إِلَّا فَحَا غَيْرَ فَيْحِكَ -

৫৬৫৬ ইসমাইল (র) সা'দ ইবন আবু ওক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর ইবন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর নিকট কুরাইশের কয়েকজন মহিলা প্রশাদি করছিলেন এবং তাঁদের আওয়ায তাঁর আওয়াযের উপর চড়া ছিল। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁরা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। নবী ﷺ তাঁকে অনুমতি দেওয়ার পর যখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন নবী ﷺ হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন : আল্লাহ আপনাকে হাসি মুখে রাখুন; ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখনই নবী ﷺ বললেন : আমার নিকট যে সব মহিলা ছিলেন, তাদের প্রতি আমি আশ্চর্যান্বিত যে, তাঁরা তোমার আওয়ায শোনা মাত্রই তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের ভয় করার জন্য আপনিই অধিক যোগ্য ছিলেন। এরপর তিনি মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে নিজের জানের দূশমনরা! তোমরা কি আমাকে ভয় কর, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ভয় কর না? তাঁরা জবাব দিলেন : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক বেশী কঠিন ও কঠোর ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ

বললেন : হে ইব্ন খাতাব! শোনো! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন; যখনই শয়তান পথ চলতে তোমার সম্মুখীন হয়, তখনই সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

৫৬৫৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ عُمَرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرُو قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَبْرَحْ أَوْ تَفْتَحْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاغْدُوا عَلَيَّ الْقِتَالِ، قَالَ فَعَدُّوا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَكَثُرَ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ فَسَكَّنُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ كُلَّهُ بِالْحَبِيرِ -

৫৬৫৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে (অবরোধ করে) ছিলেন, তখন একদিন তিনি বললেন : ইনশাআল্লাহ আগামী কাল আমরা ফিরে যাব। নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী বললেন : আমরা তায়েফ জয় না করা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করব না। তখন নবী ﷺ বললেন : তবে ভোর হলেই তোমরা যুদ্ধে নেমে পড়বে। রাবী বলেন : তারা ভোর থেকেই তাদের সাথে ভীষণ লড়াই আরম্ভ করলেন। এতে তাদের মধ্যে বহুলোক যখমী হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাবো এবং তারা সবাই নীরব রইলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন।

৫৬৫৮ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَحْبِرْنَا ابْنُ شَيْهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ أَنَّى رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ أَعْتِقْ قَالَ لَيْسَ لِي، قَالَ فَصُمَّ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، قَالَ لَا أَطِيعُ، قَالَ فَاطْعِمِ سَبْعِينَ مِسْكِينًا، قَالَ لَا أَجِدُ فَاتَّبِعِي بَعْرَقَ فِيهِ ثَمَرٌ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ أَيْسَ السَّائِلُ تُصَدَّقَ بِهَا قَالَ عَلَى أَفْقَرِ مِثْلِي وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ تَيْتَ أَفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذَا -

৫৬৫৮ মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমি ধঃস হয়ে গেছি। আমি রামাযানে (দিনে) আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন : তুমি একটা গোলাম আশাদ করে দাও। সে বলল : আমার গোলাম নেই। তিনি বললেন : তাহলে একধারে দু'মাস সিয়াম পালন কর। সে বলল : এতেও আমি সক্ষম নই। নবী ﷺ বললেন : তবে ষাটজন মিস্কীনকে খাবার দাও। সে বলল : তারও আমার সামর্থ্য নেই।

তখন এক ঝুড়ি খেজুর এল। নবী ﷺ বললেন : প্রশংসারী ব্যক্তিটি কোথায়? এইটি নিয়ে সাদাকা করে দাও। লোকটা বলল : আমার চেয়েও বেশী অভাবগ্রস্থ আর কে? আল্লাহর কসম! মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থলে এমন কোন পরিবার নেই, যে আমাদের চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্থ। তখন নবী ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশ পেল এবং তিনি বললেন : তাহলে এখন এটা তোমরাই খেয়ে নাও।

৫৬৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أُمْسِيَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً ، قَالَ أَنَسٌ فَانْظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَسَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثْرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرُّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ -

৫৬৫৯ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে চলছিলাম। তখন তাঁর গায়ে একখানা গাঢ় পাড়যুক্ত নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে চাদরখানা ধরে ভীষণ জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের উপর তাকিয়ে দেখলাম যে, জোরে চাদরখানা টানার ফলে তাঁর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বললো : হে মুহাম্মদ! তোমার কাছে আল্লাহর দেওয়া যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার নির্দেশ দাও। তখন নবী ﷺ তার দিকে ফিরে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

৫৬৬০ حَدَّثَنَا ابْنُ تَمِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ أُسْلِمْتُ وَلَا رَأَيْتُهُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ وَ لَقَدْ شَكَّوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أُثْبِتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا -

৫৬৬০ ইবন নুমায়র (র)..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে নবী ﷺ আমাকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দেন নি। তিনি আমাকে দেখামাত্রই আমার সামনে মুচকি হাসি হাসতেন। একদিন আমি অভিযোগ করে বললাম : আমি গোড়ার পিঠে চেপে বসে অঁকড়ে থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত রেখে দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! তাকে দৃঢ়মনা করে দিন এবং তাকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েত প্রাপ্ত বানিয়ে দিন।

৫৬৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ

سَلَّمَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَيَّ
الْمَرْأَةُ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمْتُ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ، فَضَجَّكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ أَتَحْتَلِمُ
الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَ شِبْهُ الْوَالِدِ -

৫৬৬১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) যায়নাব বিন্ত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষ হলে তাদেরও কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। যদি সে পানি (বীর) দেখতে পায়। তখন উম্মে সালামা (রা) হেসে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : মেয়ে লোকেরও কি স্বপ্নদোষ হতে পারে? নবী ﷺ বললেন : তা না হলে, সন্তানের মধ্যে সাদৃশ্য হয় কেমন করে?

৫৬৬২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَهُ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَحْمِعًا قَطُّ
ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَّبَسَّمُ -

৫৬৬২ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে এমনভাবে মুখভরে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর আলা জিহ্বা দেখা যেত। তিনি তো শুধু মুচকি হাসতেন।

৫৬৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ لِي كَانَ خَلِيفَةً
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ فَحَطَّ الْمَطْرُ فَاسْتَسْقَى رَبِّكَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا
رَأَى مِنْ سَحَابٍ، فَاسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَأَلَتْ مَنَاعِبُ
الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تَقْلَعُ ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ
فَقَالَ غَرَفْنَا فَادْعُ رَبِّكَ يَحْسِنُهَا عَنَّا فَضَجَّكَتْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ بَيْتِنَا وَشِمَالًا يَمُطِرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يَمُطِرُ مِنْهَا
شَيْءٌ يَرِيهِمُ اللَّهُ كَرَامَةً لِلَّهِ ﷻ وَأَجَابَهُ دَعْوَتَهُ -

৫৬৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব ও খালীফা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট জুম্মু আর দিন মদীনায়ে এল, যখন তিনি খুত্বা দিচ্ছিলেন। সে বললো : বৃষ্টি

বন্ধ হয়ে গেছে আপনি বৃষ্টিপাতের জন্য আপনার রবের নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি আকাশের দিকে তাকালেন তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখছিলাম না। তখন তিনি বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করলেন। এ সময় মেঘ এসে মিলিত হতে লাগলো। তারপর এমন বৃষ্টিপাত হলো যে, মদীনার খাল-নালাগুলো প্রবাহিত হতে লাগল এবং ক্রমাগত পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকল, মাঝে আর বিরতি হয়নি। পরবর্তী জুমু'আয় যখন নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো ভুবে গেছি। আপনি আপনার রবের কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। তখন তিনি হেসে দিলেন এবং দু'বার অথবা তিন বার দু'আ করলেন। ইয়া আল্লাহ্! (বৃষ্টি) আশে-পাশে নিয়ে যান, আমাদের উপর নয়। তখন মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মদীনার আশে-পাশে বর্ষণ করতে লাগল। আমাদের উপর আর বর্ষিত হলো না। এতে আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ -এর কিরামত ও তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার নিদর্শন দেখান।

২৫০১. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، وَمَا يَنْهَى عَنِ الْكَيْدِ**

২৫০১. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো" মিথ্যা কথা বলা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে

৫৬৬৮ **حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْحَسَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَيْدَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكُتُبُ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا -**

৫৬৬৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতের দিকে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অবশেষে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাবাদী রূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৫৬৬৯ **حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَذَبَ إِذَا كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ -**

৫৬৬৫ ইবন সালাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : যখন সে কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, আর যখন সে ওয়াদা করে, তখন তা ভঙ্গ করে, আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খিয়ানত করে।

৫৬৬৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ حَنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَلَا الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمِلُ عَنْهُ حَتَّى تُبْلَغَ الْأَفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৫৬৬৬ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি আজ রাতে (স্বপ্নে), দু'জন লোককে দেখলাম। তারা বললো : আপনি যে লোকটির গাল চিরে ফেলতে দেখলেন, সে বড় মিথ্যাবাদী। সে এমন মিথ্যা বলত যে দুনিয়ার (লোক) আনাচে কানাচে তা ছড়িয়ে দিত। ফলে, কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ ব্যবহার হতে থাকবে।

২৫০২. بَابُ فِي الْهَدْيِ الصَّالِحِ

৫৫০২. পরিচ্ছেদ : উত্তম চরিত্র

৫৬৬৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ سَمِعْتُ حَدِيثًا يَقُولُ إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًا وَ سَمْتًا وَ هَدْيًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ أُمِّ عَبْدِ مِنْ جَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا تَذْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا -

৫৬৬৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চাল-চলনে, রীতি-নীতিতে ও স্বভাব-চরিত্রে, যার সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্য বিদ্যমান, তিনি হলেন ইবন উম্মে আব্দ। যখন তিনি নিজ ঘর থেকে বের হন, তখন থেকে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত এ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তবে তিনি একাকী নিজ গৃহে কিরূপ ব্যবহার করেন, তা আমরা জানি না।

৫৬৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ -

৫৬৬৮ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। আর সবচেয়ে উত্তম চরিত্র হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর চরিত্র।

২৫০৩. بَابُ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ

২৫০৩. পরিচ্ছেদ : ধৈর্যধারণ ও কষ্ট দেওয়া। আল্লাহর বাণী : নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে

৫৬৬৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَدَى سَمِعَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَإِنَّهُ لَيَعَافِيهِمْ يَرْزُقُهُمْ

৫৬৬৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কষ্টের কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী কেউ বা কোন কিছুই নেই। লোকেরা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি তাদের বিপদ মুক্ত রাখেন এবং রিয়াক দান করেন।

৫৬৭. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةَ كَبَعُضٍ مَا كَانَ يُقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فُلْتُ أَمَا أَنَا لِأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ ، فَشَقُّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبِرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ فَصَبِرَ -

৫৬৭০ উমর ইবন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন। তখন এক আনসারী ব্যক্তি বলল : আল্লাহর কসম এ বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। তখন আমি বললাম : জেনে রেখো, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ-এর কাছে এ কথা বলব। সুতরাং আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন। এজন্য তাঁর কাছে কথাটা চুপে চুপে বললাম। একথাটি নবী ﷺ-এর কাছে বড়ই কষ্টদায়ক হল, তাঁর চেহারা রং বদলে গেল এবং তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, আমি ভাবলাম, হায়! যদি আমি তাঁর কাছে এ খবর না দিতাম, তবে কত ভাল হত! এরপর তিনি বললেন : মুসা (আ)-কে নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

২৫০৪ . بَابُ مَا لَمْ يُوَاجِدِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

২৫০৪. পরিচ্ছেদ : কারো মুখোমুখি তিরস্কার না করা

৫৬৭১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَحَّصَ فِيهِ فَشَرَهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَمَّعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَزَهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً -

৫৬৭১ উমর ইব্ন হাফস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ নিজে কোন কাজ করলেন এবং অন্যদের তা করার অনুমতি দিলেন। তথাপি একদল লোক তা থেকে বিরত রইল। এ খবর নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন : কিছু লোকের কি হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং আমি তাঁকে তাদের চাইতে অনেক বেশী ভয় করি।

৫৬৭২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي عَتِيْبَةَ مَوْلَى أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ -

৫৬৭২ আবদান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পর্দার ভেতরে কুমারীদের চেয়েও নবী ﷺ বেশী লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন আমরা তাঁর চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম।

২৫০০ . بَابُ مَنْ كَفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

২৫০৫. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বিনা কারণে কাফির বললে তা তার নিজের উপরই বর্তাবে

৫৬৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৬৭৩ মুহাম্মদ ও আহমাদ ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে 'হে, কাফির' বলে ডাকে, তখন তা তাদের দু'জনের কোন একজনের উপর বর্তায়।

৫৬৭৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا -

৫৬৭৪ ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কেউ তার ভাইকে কাফির বলবে, তাদের দু'জনের একজনের উপর তা বর্তাবে।

৫৬৭৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُونَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ -

৫৬৭৫ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... সাবিত ইবন যাহ্বাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে কেউ ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের মিথ্যা কসম খায়, সে যা বলে তা-ই হবে। আর যে বস্তু দিয়ে কেউ আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আওনে তাকে সেই বস্তু দিয়েই আযাব দেওয়া হবে। ঈমানদারকে লানত করা, তাকে হত্যা করার সমান। আর যে কেউ কোন ঈমানদারকে কুফরীর অপবাদ দিবে, তাও তাকে হত্যা করার সমতুল্য হবে।

২৫০৬ . بَابٌ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوَّلًا أَوْ جَاهِلًا وَقَالَ عَمْرٌو لِحَاطِبِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يَذْرُبُكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ أَطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

২৫০৪. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি কাউকে না জেনে কিংবা নিজ ধারণা অনুযায়ী (কাফির বা মুনাফিক) সম্বোধন করে, তাকে কাফির বলা যাবে না। উমর ইবন খাত্তাব (রা) হাতিব ইবন বালতা'আ (রা)কে বলেছিলেন, ইনি মুনাফিক। তখন নবী ﷺ বললেন : তা তুমি কি করে জানলে? অথচ আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন : আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিলাম

৫৬৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ فِيهَا الْقُرْآنَ ، قَالَ فَتَحَوَّرَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا نَسْقِي بَنَوَاضِحِنَا وَإِنَّا مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَتَحَوَّرْتُ فَرَعَمَ إِلَيَّ مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَأْتَانِ أَتَى ثَلَاثًا أَقْرَأَ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا وَسَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهُمَا -

৫৬৭৬ মুহাম্মদ ইবন আবাদাহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইবন জাবাল (রা) নবী ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করতেন। পুনরায় তিনি নিজ কাণ্ডের নিকট এসে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। একবার তিনি তাদের নিয়ে সালাতে সূরা বাকারা পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি সালাত সংক্ষেপ করতে চাইল। দু'তরফা'সে (আলাদা হয়ে) সংক্ষেপে সালাত আদায় করলো। এ খবর মু'আয (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন : সে মুনাফিক। লোকটার কাছে এ খবর পৌঁছলে সে নবী ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ !

আমরা এমন এক কাওমের লোক, যারা নিজের হাতে কাজ করি, আর নিজের উট দিয়ে সৈঁচের কাজ করি। মু'আয (রা) গত রাত্রে সূরা বাকারার দিয়ে সালাত আদায় করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি সংক্ষেপে সালাত আদায় করে নিলাম। এতে মু'আয (রা) বললেন যে, আমি মুনাফিক। তখন নবী ﷺ বললেন : হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) দীনের প্রতি বিভ্রান্ত করতে চাও? একথাটি তিনি তিন বার বললেন। পরে তিনি তাকে বললেন : তুমি ওয়াশ শামসি ওয়াদ দুহাহা আর সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং এর অনুরূপ ছোট সূরা পড়বে।

৫৬৭৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ -

৫৬৭৭ ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি কসম খায় এবং লাৎ ও উয্যার কসম করে, তবে সে যেন (সাথে সাথেই) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর যদি কেউ তার সাথীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি; তবে সে যেন (কোন কিছু) সাদাকা করে।

৫৬৭৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَيْبِهِ فَنَادَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ فَلْيَصْنُتْ -

৫৬৭৮ কুতায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উমর ইবন খাত্তাব (রা) কে একদিন আরোহীর মাঝে এমন সময় পেলেন, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে তাদের বললেন : জেনে রাখ! আল্লাহ তোমাদের নিজের পিতার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কাউকে কসম খেতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামেই কসম খায়, অন্যথায় সে যেন চূপ থাকে।

২৫০৭ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

২৫০৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বিধি-নিষেধের ব্যাপারে রাগ করা ও কঠোরতা অবলম্বন করা জায়েয। আল্লাহ বলেছেন : কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করো।

৫৬৭৯ حَدَّثَنَا بُسَيْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ قَرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَلَوَّنَ وَجْهَهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ الْبَيْسُرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذَا الصُّورَ -

[৫৬৭৯] ইয়াসারাহ্ ইব্ন সাফওয়ান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখান পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিল। তা দেখে নবী ﷺ-এর চেহারার রং বদলিয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে বললেন : কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ঐসব লোকদের যারা এ সকল ছবি আঁকে।

[৫৬৮০] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لِأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ أَشَدُّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ مِنْكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ -

[৫৬৮০] মুসাদ্দাদ (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : অমুক ব্যক্তি সালাত দীর্ঘ করার কারণে আমি ফজরের সালাত থেকে পিছনে থাকি। বর্ণনাকারী বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোন ওয়াযের মধ্যে সেদিন থেকে বেশী রাগান্বিত হতে আর দেখিনি। রাবী বলেন, এরপর তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী আছে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে।

[৫৬৮১] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي رَأْيِي فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ يَخَاكَةُ فَحَكَهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَالٌ وَجْهَهُ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ حَيَالًا وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ -

[৫৬৮১] মূসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি মসজিদের কিবলার দিকে নাকের শ্রেণী দেখতে পান। এরপর তিনি তা নিজ হাতে মুচিয়ে সাফ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তার চেহারার সামনে থাকেন। সুতরাং সালাতের অবস্থায় কখনো সামনের দিকে নাকের শ্রেণী ফেলবেনা।

৫৬৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا رِبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةٌ ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَفِيقُ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِهَا إِلَيْهِ ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتْهُ أَوْ أَحْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ مَلَكَ وَلَهَا مَعَهَا جِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

৫৬৮২ মুহাম্মদ (র)..... যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : তুমি তা এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে থাকো, তারপর তার বাঁধন খলে চিনে রাখ। তারপর তা তুমি ব্যয় কর। এরপর যদি এর মালিক এসে যায়, তবে তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া ছাগলের কি হুকুম? তিনি বললেন : সেটা তুমি নিয়ে যাও। কারণ এটা হয়ত তোমার জন্য অথবা তোমার কোন ভাই এর অথবা চিতাবাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর হারানো উটের কি হুকুম? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রেগে গেলেন। এমন কি তার গভদ্বয় রক্তিমাত হয়ে গেল। তিনি বললেন : তাতে তোমার কি? তার সাথেই তার চলমান পা ও পানি রয়েছে এবং এ পর্যন্ত সেটি তার মালিকের নাগাল পেয়ে যাবে।

৫৬৮৩ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَيْرَةَ حَصِيفَةَ أَوْ حَصِيرًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَتَتَّبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاؤُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغَضَّبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكْتُبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنْ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ -

৫৬৮৩ মাক্কী ও মুহাম্মদ ইবন যায়দ (র)..... যায়দ ইবন সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ খেজুরের পাতা দিয়ে, অথবা চাটাই দিয়ে একটি ছোট হুজরা তৈরী করলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ হুজরায় (রাতে নফল) সালাত আদায় করতে লাগলেন।

তখন একদল লোক তাঁর খোঁজে এসে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করতে লাগল। পরবর্তী রাতও লোকজন সেখানে এসে হাযির হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ দেৱী করলেন এবং তাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন না। তারা উচ্চস্বরে আওয়ায দিতে লাগল এবং ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করল। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন : তোমরা যা করছ তাতে আমি আশংকা করছি যে, সম্ভবতঃ এটি না তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত যে, তোমরা ঘরেই সালাত আদায় করবে। কারণ ফরয ব্যতীত অন্য সালাত নিজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম।

২৫০৭. **بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْعُضْبِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ - الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**

২৫০৭. পরিচ্ছেদ : ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহর বাণীঃ যারা গুরুতর পাপ ও অশাশীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয়, তখন তারা (তাদের) মাফ করে দেয়। (এবং আল্লাহর বাণী) : “যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, আর যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালবাসেন

৫৬৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الضُّدُّ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعُضْبِ -

৫৬৮৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

৫৬৮৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ ، مُغْضِبًا قَدْ احْمَرَّتْ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَحْنُونٍ

৫৬৮৫ উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... সুলায়মান ইবন সুরদ (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ -এর সামনেই দু'ব্যক্তি গালাগালী করছিল। আমরাও তাঁর কাছেই বসিছিলাম, তাদের একজন

অপর জনকে এত রাগান্বিত হয়ে গালী দিচ্ছিল যে, তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তা হলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ যদি লোকটি 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্শাইতানির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী ﷺ কি বলেছেন, তা কি তুমি শুনছোনা? সে বললো : আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।

৫৬৮৬ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تُغَضِبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تُغَضِبْ -

৫৬৮৬ ইয়াহইয়া ইবন ইউসুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট বললো: আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন : তুমি রাগ করো না। লোকটা কয়েকবার তা বললেন নবী ﷺ প্রত্যেক বারই বললেন : রাগ করো না।

۲۵۱۰ . بَابُ الْحَيَاءِ

২৫১০. পরিচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা

৫৬৮৭ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حَصِينٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةٌ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَحَدُّكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحَدَّثَنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ -

৫৬৮৭ আদম (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : লজ্জাশীলতা কল্যাণ ব্যতীত কোন কিছুই বয়ে আনে না। তখন বুশায়র ইবন কাব (রা) বললেন : হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন্ কোন্ লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন্ কোন্ লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। তখন ইমরান (রা) বললেন : আমি তোমার কাছে রাসূলুল্লাহর ﷺ থেকে বর্ণনা করছি। আর তুমি (এর মোকাবিলায়) আমাকে তোমার পুস্তিকা থেকে বর্ণনা করছ।

৫৬৮৮ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضْرَبْتُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ

الإيمان -

৫৬৮৮ আহমদ ইবন ইউনুস (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ একটা লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় লোকটি (তার ভাইকে) লজ্জা সম্পর্কে তিরস্কার করছিল এবং বলছিল যে, তুমি বেশী লজ্জা করছ, এমনকি সে যেন এ কথাও বলছিল যে, এ তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ নিশ্চয়ই লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।

৫৬৮৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَجَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتَبَةَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَيْرِهَا -

৫৬৮৯ আলী ইবন জা'যদ (র) আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ নিজ গৃহে অবস্থানরত কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন।

২৫১১ . بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَخِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

২৫১১. পরিচ্ছেদ : যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে

৫৬৮৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَخِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -

৫৬৯০ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্বেকার নবীদের বক্তব্য থেকে মানুষ যা বর্জন করেছে তার একটা হলো, যদি তুমি লজ্জাই ছেড়ে দাও, তবে তুমি যা চাও তা কর।

২৫১২ . بَابُ مَا لَا يَسْتَخِي مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

২৫১২. পরিচ্ছেদ : দীনের জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে সত্য বলতে লজ্জাবোধ করতে নেই

৫৬৯১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَخِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ -

banglainternet.com

৫৬৯১ ইসমাইল (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো সত্য কথা বলার ব্যাপারে

লজ্জা করতে নির্দেশ দেন না। সুতরাং মেয়ে লোকের স্বপ্নদোষ হলে কি তার উপরও গোসল করা ফরয? তিনি বললেন? হ্যাঁ, যদি সে পানি, বীর্ষ দেখতে পায়।

حَدَّثَنَا إِدْمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضِرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُّ ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةٌ كَذَا ، هِيَ شَجَرَةٌ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَاسْتَحْتَيْتُ فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ * وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قُلْتُنَهَا لَكَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৫৬৯২ আদম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো এমন একটি সবুজ গাছ, যার পাতা ঝরে পরে না এবং একটির সঙ্গে আর একটির ঘর্ষণ লাগে না। তখন কেউ কেউ বলল : এটি অমুক গাছ, আবার কেউ বলল এটি অমুক গাছ। তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, এটি খেজুর গাছ। তবে, যেহেতু আমি অল্প বয়স্ক তরুণ ছিলাম, তাই বলতে সংকোচবোধ করলাম। তখন নবী ﷺ নিজেই বলে দিলেন যে, সেটি খেজুর গাছ। আর শু'বা (রা) থেকে ইবন উমর (রা) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তারপর আমি উমর (রা) এর নিকট এ সম্বন্ধে বললাম। তখন তিনি বললেন : যদি তুমি সে সময় একথাটা বলে দিতে, তবে তা আমার নিকট এত এত (ধনসম্পদ থেকেও) বেশী খুশির বিষয় হতো।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ رَاضِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ ؟ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا أَقْبَلَ حَيَاءً هَا ، فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ عَرَضْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهَا -

৫৬৯৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলো এবং তাঁর সামনে নিজেকে পেশ করে বলল : আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? তখন আনাস (রা)-এর মেয়ে বলল : এ মহিলার লজ্জা কত কম। আনাস (রা) বললেন : সে তোমার চেয়ে ভাল। সে তো (নবীর সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য) লাভের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে নিজেকে (বিবাহের জন্য) পেশ করেছে।

۲۵۱۳. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا تُعْسِرُوا وَلَا تُعْسِرُوا وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ ۲۵۱۳. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : তোমরা নম্র ব্যবহার করো, আর কঠোর ব্যবহার করো না। নবী ﷺ মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার পছন্দ করতেন

৫৬৯৪ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْرُوْا وَلَا تُعْسِرُوا، وَسَكِنُوا وَلَا تُتْفِرُوا۔

৫৬৯৪ আদম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন: তোমরা নম্র ব্যবহার করো এবং কঠোর ব্যবহার করো না। আর মানুষকে শান্তি দাও এবং মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।

৫৬৯৫ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسْرًا وَلَا تُعْسِرَا، وَبَشِيرًا وَلَا تُتْفِرَا وَتَطَاوَعًا، قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِشْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ، يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

৫৬৯৫ ইসহাক (র)..... আবু মুসা 'আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ তাঁকে আর মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)কে (ইয়ামান) পাঠান, তখন তাদের অসিয়ত করেন। তোমরা (লোকের সাথে) নম্র ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না। স্তম্ভ সংবাদ দেবে এবং তাদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না। আর তোমরা দু'জনের মধ্যে সজ্জাব বজায় রাখবে। তখন আবু মুসা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এমন এক দেশে যাচ্ছি, যেখানে মধু থেকে শরাব তৈরী হয়। একে 'বিশ্চ' বলা হয়। আর 'যব' থেকেও শরাব তৈরী হয়, তাকে বলা হয় 'মিয'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম।

৫৬৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا اللَّهُ۔

৫৬৯৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন কোন দু'টি কাজের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি দু'টির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহর কাজ না হতো। আর যদি তা গুনাহর কাজ হতো, তা হলে তিনি তা থেকে সবার চাইতে দূরে সরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বিষয়ে নিজের ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। অবশ্য কেউ আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

৫৬৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ فَأَنْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ ، وَفِيهَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مِّنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ مَنزِلِي مُتْرَاحٌ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكَتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ -

৫৬৯৭ আবু নু'মান (র)..... আযরাক ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা 'আহুওয়ার' নামক স্থানে একটা খালের কিনারায় অবস্থান করছিলাম। খালটির পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। এমন সময় আবু বারযা আসলামী (রা) একটি ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে সেখানে এলেন। তিনি ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। তখন ঘোড়াটা (দূরে) চলে গেল দেখে তিনি সালাত ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার অনুসরণ করলেন এবং ঘোড়াটি পেয়ে ধরে আনলেন। তারপর সালাত পূর্ণ করলেন। এ সময় আমাদের মধ্যে একজন বিকল্প সমালোচক ছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন : এই বৃদ্ধের দিকে তাকাও, সে ঘোড়ার খাতিরে সালাত ছেড়ে দিল। তখন আবু বারযাহ (রা) এগিয়ে এসে বললেন : যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হারিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে একরূপ তিরস্কার করেন নি। তিনি আরও বললেন : আমার বাড়ী বহু দূরে। সুতরাং যদি আমি সালাত আদায় করতাম এবং ঘোড়াটিকে এভাবেই ছেড়ে দিতাম, তাহলে আমি রাতে নিজ পরিবারের নিকট পৌছতে পারতাম না। তিনি আরও উল্লেখ করলেন যে, তিনি নবী ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর নম্র ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন।

৫৬৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عْتَبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَيَّ بَوْلَهُ ذُنُوبًا مِنْ مِثْلِهِ أَوْ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بَعْثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ -

৫৬৯৮ আবুল ইয়ামান ও লায়স (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিলে। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি অথবা একপাত্র পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদের নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয় নি।

২৫১৪. بَابُ الْإِسْطِاطِ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ خَالَطِ النَّاسَ وَدِينِكَ لَا تَكَلِّمْتَهُ
وَالدُّعَابَةَ مَعَ الْأَهْلِ

২৫১৪. পরিচ্ছেদ : মানুষের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করা। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের সাথে এমনভাবে মেলামেশা করবে, যেন তাতে তোমার দীন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আর পরিবারের সঙ্গে হাসি তামাশা করা

৫৬৯৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبُو النَّجَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالَطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التَّغْيِيرُ -

৫৬৯৯ আদম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি একদিন তিনি আমার এক ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন : ওহে আবু উমায়র ! নুগায়র পাখিটি কেমন আছে ?

৫৭০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ -

৫৭০০ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই আমি পুতুল বানিয়ে খেলতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সঙ্গে খেলতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদের ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সঙ্গে খেলা করত।

২৫১৫. بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيَذَكُرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْثِرُ فِي وَجْهِهِ أَقْوَامٌ
وَإِنْ قُلُوبَنَا لَنَلْعَنُهُمْ

২৫১৫. পরিচ্ছেদ : মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার করা। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা কোন কোন কাওমের সাথে প্রকাশ্যে হাসি-খুশি মেলামেশা করি। কিন্তু আমাদের অন্তরগুলো তাদের উপর লানত বর্ষণ করে

৫৭০১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عُرْوَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ اتَّذَبَرُوا لَهُ فَبَسَسَ ابْنُ
الْعَشِيرَةِ أَوْ بَسَسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ

ثُمَّ أَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيُّ عَائِشَةَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ دَعَا النَّاسَ
إِتِّقَاءَ فَحُشِيهِ -

[৫৭০১] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা(রা) থেকে বর্ণিত যে, একব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইল তখন তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকট সন্তান। অথবা বললেন : সে তার গোত্রের ঘৃণ্যতম ভাই। যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি এর সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন। এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকট সে ব্যক্তি, যার অশালীন আচরণ থেকে বেচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।

[৫৭০২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْدَيْتَ لَهُ أَقْبِيَّةٌ مِنْ دِيَّاجٍ مُزْرَرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ، قَالَ أَيُّوبُ بِتُوبِهِ أَنَّهُ يُرِيهِ إِسَاءَهُ
وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ * وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَّةٌ -

[৫৭০২] আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওহাব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্দ মুলায়কাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ কে কয়েকটি রেশমের তৈরী (সোনার বোতাম লাগান) 'কাবা' হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি এগুলো সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তা থেকে একটি মাখরামা (রা)-এর জন্য আলাদা রেখে দিলেন। পরে যখন তিনি এলেন, তখন তিনি (সেটি তাঁকে দিয়ে) বললেন : আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আইউব নিজের কাপড়ের দিকে ইশারা করলেন, তিনি যেন তাঁর কাপড় মাখরামাকে দেখাচ্ছিলেন। মাখরামা (রা)-এর মেজাজের মধ্যে কিছু (অসন্তোষের ভাব) ছিল।

۲۵۱۶ . بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا حَكِيمٌ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ
২৫১৬. পরিচ্ছেদ : মু'মিন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। মু'আবিয়া (রা) বলেছেন :
অভিজ্ঞতা ছাড়া সহনশীলতা সম্ভব নয়

[৫৭০৩] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْبٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ -

৫৭০৩ কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : প্রকৃত মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

২৫১৭. بَابُ حَقِّ الصَّيْفِ

২৫১৭. পরিচ্ছেদ : মেহমানের হক

৫৭.৪ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُورَنَّ بِكَ عُمْرٌ وَإِنْ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرًا أَمْثَالَهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ عَلَيَّ فَقُلْتُ إِبْنِي أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَيَّ قُلْتُ أَطِيقُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ -

৫৭০৪ ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেন : আমাকে কি এ খবর জানানো হয় নি যে, তুমি সারা রাত সালাতে কাটাও। আর সারা দিন সিয়াম পালন কর। তিনি বললেন : তুমি (এরকম) করো না। রাতের কিছু অংশ সালাত আদায় কর, আর ঘুমাও। কয়েকদিন সাওম পালন কর, আর কয়েকদিন ইফতার কর (সাওম ভঙ্গ কর)। তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে। তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে, আর তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। নিশ্চয়ই তুমি তোমার আয় লম্বা হওয়ার আশা কর। সুতরাং প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম পালনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, নিশ্চয়ই প্রতিটি নেক কাজের বদলে তার দশগুণ পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হয়। সুতরাং এভাবে সারা বছরেই সিয়ামের সাওয়াব পাওয়া যায়। তখন আমি কঠোর ব্যবস্থা চাইলে, আমাকে কঠোর ব্যবস্থা দেয়া হলো। আমি বললাম : এর চেয়েও বেশী পালনের সামর্থ আমার আছে। তিনি বললেন : তা হলে তুমি প্রতি সপ্তাহে তিন দিন সিয়াম পালন কর। তখন আমি আরও কঠোর ব্যবস্থা চাইলে, আমাকে কঠোর ব্যবস্থা দেওয়া হলো। আমি বললাম : আমি এর চেয়ে বেশী সিয়ামের সামর্থ রাখি। তিনি বললেন : তবে তুমি আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-এর সিয়াম পালন কর। আমি বললাম : ইয়া নবী আল্লাহ! দাউদ (আ)-এর সিয়াম কি রকম? তিনি বললেন? আধা বছর সিয়াম পালন।

২৫১৮ . بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ : ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ

২৫১৮. পরিচ্ছেদ : মেহমানের সম্মান করা এবং নিজেই মেহমানের খেদমত করা। আল্লাহর বাণী : তোমার নিকট ইব্রাহীম এর সম্মানিত মেহমানদের.....

৫৭.৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمَ وَلَيْلَةَ وَالضِّيَافَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَثْرِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْتَ -

৫৭০৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবু সুরায়হ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান একদিন ও একরাত। আর সাধারণ মেহমানদারী তিন দিন ও তিনরাত। এরপরে (তা হবে) 'সাদাকা'। মেহমানকে কষ্ট দিয়ে, তার কাছে মেহমানের অবস্থান হালাল নয়। (অন্যসূত্রে) মালিক (র) অনুরূপ বর্ণনা করার পর অতিরিক্ত বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা সে যেন চুপ থাকে।

৫৭.৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُمْتَ -

৫৭০৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা যেন চুপ থাকে।

৫৭.৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ تَرَأْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُواكُمْ بِمَا يَتَّبِعِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَتَّبِعِي لَهُمْ -

৫৭০৭ কুতায়বা (র)..... উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের কোথাও পাঠালে আমরা এমন কোন কাওমের কাছে উপস্থিত হই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? তখন তিনি আমাদের বললেন : যদি তোমরা কোন কাওমের নিকট গিয়ে পৌঁছ, আর তারা তোমাদের মেহমানের উপযোগী যত্ন নেয়, তবে তোমরা তা সাদরে গ্রহণ করবে। আর যদি তারা না করে, তা হলে, তাদের অবস্থানুযায়ী তাদের থেকে মেহমানের উপযোগী দাবী আদায় করে নেবে।

৫৭.৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُغْلِقْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنَمْتْ -

৫৭০৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।

২০১৭ . بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكْلِيفِ لِلصَّيْفِ

২৫১৯. পরিচ্ছেদ : খাবার তৈরি করা ও মেহমানের জন্য কষ্ট স্বীকার করা

৫৭.৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ عَنِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً : فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ مَا أَنَا بِسَائِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ ، فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ تَمَّ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ تَمَّ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ فَمِ الْآنَ قَالَ فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ * أَبُو جُحَيْفَةَ وَهَبَ السَّوَابِي يُقَالُ وَهَبَ الْخَيْرُ -

৫৭০৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু জুহায়ফা (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালমান (রা) ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেন। এরপর একদিন সালমান (রা) আবু দারদা (রা)-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তখন তিনি উম্মে দারদা (রা) কে অতি সাধারণ পোশাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন : তোমার ভাই আবু দারদা (রা)-এর দুনিয়াতে কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এলেন। তারপর তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন আপনি খেয়ে নিন। আমি তো সিয়াম পালন করছি। তিনি বললেন : আপনি যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ আমিও খাব না। তখন তিনিও খেলেন তারপর যখন রাত হলো, তখন আবু দারদা (রা) সালাতে দাঁড়ালেন। তখন সালমান (রা) তাঁকে বললেন : আপনি ঘুমিয়ে নিন। তিনি গুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে দাঁড়ালে, তিনি বললেন : (আরও) ঘুমান। অবশেষে যখন রাত শেষ হয়ে এল, তখন সালমান (রা) বললেন : এখন উঠুন এবং তারা উভয়েই সালাত আদায় করলেন। তারপর সালমান (রা) বললেন : তোমার উপর তোমার রবের দাবী আছে, (তেমনি) তোমার উপর তোমার দাবী আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর দাবী আছে। সুতরাং তুমি প্রত্যেক হৃদ্বারের দাবী আদায় করবে। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এসে, তাঁর কাছে তার কথা উল্লেখ করলেন : তিনি বললেন : সালমান সত্যই বলেছে।

২৫২০. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

২৫২০. পরিচ্ছেদ : মেহমানের সামনে কারো উপর রাগ করা, আর অসহনশীল হওয়া অনুচিত

৫৭১০ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَمْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى السَّبِيِّ ﷺ فَأَفْرُغْ مِنْ قِرَاهِمُ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ ، فَأَنْطَلِقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمُ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْعِمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَطْعِمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِأَكْبَرِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لِنَلْتَمِينَ مِنْهُ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَسَكَتُ فَقَالَ يَا عَشْرُ أَفَسَمِعْتَ عَلَيْنَا إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْنِي لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتَ ، فَقُلْتَ سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوا صَدَقَ آتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنَّمَا أَنْتَ تَنْظُرُ تُمُونِي وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْأَجْرُونَ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى نَطْعَمَهُ ، قَالَ لَمْ أَمْرٌ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ

وَبَيْنَكُمْ مَا أَنتُمْ لِمَ لَا تَقْبُلُونَ عَنَّا قِرَآءَتِهَا فَطَعَامُكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ
الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا-

[৫৭১০] আয়্যাশ ইবন ওয়ালীদ (র)..... আবদুর রহমান ইবন আবু বক্র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবু বক্র সিদ্দীক (রা) কিছু লোককে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি (তাঁর পুত্র) আবদুর রহমান কে নির্দেশ দিলেন, তোমার এ মেহমানদের নিয়ে যাও। আমি নবী ﷺ-এর নিকট যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে অবসর হয়ে যেয়ো। আবদুর রহমান (রা) তাদের নিয়ে চলে গেলেন এবং তাঁর ঘরে যা ছিল তা সামনে পেশ করে দিয়ে তাদের বললেন আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন। আমাদের এ বাড়ীর মালিক কোথায়? তিনি বললেন : আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন : বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা খাবো না। তিনি বললেন : আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা আপনাদের খাবার খেয়ে নিন। কারণ, আপনারা না খেলে তিনি এলে আমার উপর রাগ করবেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেন। আমি ভাবলাম যে, তিনি অবশ্যই আমার উপর ক্ষুব্ধ হবেন। তারপর তিনি ফিরে আসলে আমি তাঁর থেকে এক পাশে সরে পড়লাম। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কী করেছেন। তখন তারা তাঁকে সব বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন : হে আবদুর রহমান! তখন আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আবদুর রহমান! এবারেও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি আবার ডেকে বললেন : ওরে মূর্খ! আমি তোকে কসম দিচ্ছি। যদি আমার ডাক শুনে থাকিস, তবে কেন আসছিস না? তখন আমি বেরিয়ে এসে বললাম আপনি আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাসা করুন। তখন তারা বললেন সে ঠিকই আমাদের খাবার এনে দিয়েছিল। তিনি বললেন তবুও কি আপনারা আমার অপেক্ষা করছেন? আল্লাহর কসম! আমি আজ রাতে তো খাবো না। মেহমানরাও বললেন : আল্লাহর কসম আপনি যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ আমরাও খাব না। তখন তিনি বললেন আমি আজ রাতের মত খারাপ রাত আর দেখিনি। আপনাদের প্রতি অপেক্ষা। আপনারা কি আমাদের খাবার গ্রহণ কবুল করলেন না? তখন তিনি (আবদুর রহমানকে ডেকে) বললেন : তোমার খাবার নিয়ে এসো। তিনি তা নিয়ে আসলে তিনিই খাবারের উপর নিজ হাত রেখে বললেন, বিস্মিল্লাহ এ প্রথম ঘটনাটা শয়তানের কারণেই ঘটেছে। তারপর তিনি খেলেন এবং তারাও খেলেন।

۲۵۲۱ . بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لَا أَكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُرَيْجَةَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ

২৫২১. পরিচ্ছেদ : মেহমানকে মেজবানের (একথা) বলা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না খান ততক্ষণ আমিও খাব না। এ সশপক্কে নবী ﷺ থেকে আবু জুরায়্বার হাদীস রয়েছে

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ [৫৭১১]

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بَضِيفٍ لَهُ أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ فَأَمْسَى
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ أُمِّي أَحْتَسِبْتُ عَنْ ضَيْفِكَ أَوْ أَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَيْتِيهِمْ
فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَأَنِي فَعَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَعَ وَخَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ
فَأَحْتَبَاتُ أَنَا فَقَالَ يَا غُنْثُرُ فَحَلَقَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوْ الْأَضْيَافُ
أَنْ لَا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَذَعَا بِالطَّعَامِ
فَأَكَلَ وَأَكَلُوا فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا فَقَالَ يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ
مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ وَقُرَّةَ عَيْنِي إِنَّهَا الْأَنْ لَأَكْثَرُ قَبْلَ أَنْ نَأْكُلَ فَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا -

৫৭১১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আবু বকর (রা) তাঁর একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে এলেন এবং সন্ধ্যার সময় নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমার আত্মা তাঁকে বললেন : আপনি মেহমানকে, কিংবা বললেন, মেহমানদের (ঘরে)রেখে (এতো) রাত কোথায় আটকা পড়েছিলেন? তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তাদের খাবার দাওনি? তিনি বললেন : আমি তাদের সামনে খাবার দিয়েছিলাম কিন্তু তারা, বা সে তা খেতে অস্বীকার করলেন। তখন আবু বকর (রা) রেগে গাল মন্দ বললেন ও বদ্ দু'আ করলেন। আর শপথ করলেন যে, তিনি খাবার খাবেন না। আমি লুকিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন : ওরে মুর্থ! তখন মহিলা (আমার আত্মা) ও কসম করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না খাবেন ততক্ষণ আত্মাও খাবেন না। এদিকে মেহমানটি বা মেহমানরাও কসম খেয়ে বসলেন যে, যতক্ষণ তিনি না খান, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও খাবেন না। তখন আবু বকর (রা) বললেন : এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শয়তান থেকে। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন। আর তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। কিন্তু তারা খাওয়া আরম্ভ করে যতবারই 'লুকমা' উঠাতে লাগলেন, তার নীচে থেকে তার চেয়েও বেশী খাবার বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন : হে বনী ফেরাসের বোন এ কি? তিনি বললেন : আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো আমাদের পূর্বের খাবার থেকে এখন অনেক বেশী দেখছি। তখন সবাই খেলেন এবং তা থেকে তিনি নবী ﷺ-এর খেদমতে কিছু পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেন যে, তা থেকে তিনিও খেয়েছিলেন।

banglainternet.com

۲۵۲۲ . بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرَ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

২৫২২. পরিচ্ছেদ : বড়কে সম্মান কর। বয়সে বড়জনই কথাবার্তা ও প্রশ্নাদি আরম্ভ করবে

৫৭১২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتِيَا خَيْرَ فَنَفَرَا فِي النَّخْلِ فَنَقِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْفَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَبِيرُ الْكَبِيرِ قَالَ يَحْيَى لِيَلِي الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْتَحِقُّونَ قِتِيلَكُمْ أَوْ قَالِ صَاحِبُكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ تَرَهُ قَالَ فَتَبَرُّكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كَفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ * قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتَ نَافَةَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلْتُ مَرِيذًا لَهُمْ فَرَكَصْتَنِي بِرِجْلِهَا قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ عَنِ سَهْلِ قَالَ يَحْيَى حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ * وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ وَحَدَّثَهُ -

৫৭১২ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... রাফে ইব্ন খাদীজ (রা) ও সাহল ইব্ন আবু হাসমাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল ও মুহায়িসা ইব্ন মাসউদ (র) খায়বারে পৌঁছে উভয়েই খেজুরের বাগানের ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলেন। সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন সাহল (রা) কে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর আবদুর রহমান ইব্ন সাহল ও ইব্ন মাসউদ (রা) এর দুই ছেলে হুওয়াইসা (রা) ও মুহায়িসা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে নিহত ব্যক্তির কথা বলতে লাগলেন। আবদুর রহমান (রা) কথা শুরু করলেন। তিনি ছোট ছিলেন, নবী ﷺ তাদের বললেন : তুমি বড়দের সম্মান করবে। বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া বলেন : কথা বলার দায়িত্ব যেন বড়রা পালন করে। তখন তারা তাদের লোক সম্পর্কে কথা বললেন। নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমাদের পঞ্চাশ জন লোক কসমের মাধ্যমে তোমাদের নিহত ভাইয়ের হত্যার হক প্রমাণ কর। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ঘটনা তো আমরা দেখিনি। তখন নবী ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহুদীরা তাদের থেকে পঞ্চাশ জনের কসমের মাধ্যমে তোমাদের কসম থেকে মুক্তি দিবে। তখন তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ওরা তো কাফির সম্প্রদায়। তারপর নবী ﷺ নিজের তরফ থেকে তাদের নিহত ব্যক্তির ফিদইয়া দিবে দিলেন। সাহল (রা) বললেন : আমি সেই উটগুলো থেকে একটি উট পেলাম। সেটি নিয়ে আমি যখন আস্তাবলে গেলাম তখন উটনীটি তার পা দিয়ে আমাকে লাথী মারলো।

৫৭১৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلَهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ جِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلَا تَحُتُّ وَرُقُهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي الشَّخْلَةُ فَكِرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَتَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ الشَّخْلَةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي الشَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا : قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أُرْكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتَمَا فَكِرِهْتُ -

৫৭১৩ মুসাদ্দাদ (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে এমন একটা বৃক্ষের খবর দাও, মুসলমানের সাথে যার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা সর্বদা তার প্রতিপালকের নির্দেশে খাদ্য দান করে, আর এর পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে আসলো যে, এটি খেজুর গাছ। কিন্তু যেহেতু সে স্থানে আবু বকর ও উমর (রা) উপস্থিত থেকেও কথা বলছিলেন না, তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করি নি। তখন নবী ﷺ নিজেই বললেন সেটি হলো, খেজুর গাছ। তারপর যখন আমি আমার আবার সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম, তখন আমি বললাম আব্বা! আমার মনেও খেয়াল এসেছিল যে, এটা নিশ্চয়ই খেজুর গাছ। তিনি বললেন : তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিয়েছিল? যদি তুমি তা বলতে, তাহলে একথা আমার কাছে এত এত ধন-সম্পদ পাওয়ার চেয়েও বেশী প্রিয় হতো। তিনি বললেন : আমাকে শুধু একথাই বাধা দিয়েছিল যে, আমি দেখলাম, আপনি ও আবু বকর (রা) কেউই কথা বলছেন না। তাই আমিও কথা বলা পছন্দ করলাম না।

২৫২০ . بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجْزِ وَالْجِدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْلِهِ : وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِي كُلِّ لَعْنٍ يَخُوضُونَ

২৫২০. পরিচ্ছেদ : কবিতা পাঠ, সঙ্গীত ও উট চালানোর সংগীতের মধ্যে যা জায়েয ও যা না-জায়েয। আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং বিপথগামী লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে তারা কোন পথে ফিরে বেড়াচ্ছে

৫৭১৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعْقُوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً -

৫৭১৪ আবুল ইয়ামান (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই কোন কোন কবিতার মধ্যে জ্ঞানের কথাও রয়েছে।

৫৭১৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ حَدَّثًا يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَسَلِي إِذَا أَصَابَهُ حَجْرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَّتْ أَصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَّتْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتُ -

৫৭১৫ আবু নুয়ইম (র)..... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ এক জিহাদে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা পাথরে হেঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন এবং তার একটা আংগুল রক্তাক্ত হয়ে গেল। তখন তিনি কবিতার ছন্দে বললেন : তুমি একটা রক্তাক্ত আংগুল বৈ কিছুই নও, আর যে কষ্ট ভোগ করছ তা তো একমাত্র আল্লাহর পথেই।

৫৭১৬ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لِيُبْدِي * أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ * وَكَأَدَ أَمِيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسَلِّمَ -

৫৭১৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কবিরা যে সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে কবি লবীদের কথাটাই সবচেয়ে বেশী সত্য কথা। (তিনি বলেছেন) শোন! আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল। তিনি আরও বলেছেন, কবি উমাইয়া ইবন আবু সাল্ত ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল।

৫৭১৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَبَدَأَ لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا ، فَتَزَلَّ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تُصَدِّقُنَا وَلَا صَلِّتْنَا * فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا * وَكَيْسَتْ الْأَقْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا * وَالْفَيْنِ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا * إِنَّا إِذَا صَبَحْنَا بَنَّا أَتَيْنَا * وَبِالصَّبَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا * فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَحَبَّتْ يَدَايَ اللَّهِ لَوْ أَتَعْنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَا حَتَّى أَصَابَتْنا مَخْطِصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَنَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ يَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذِهِ النَّيِّرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالُ أَيُّ

لَحْمٍ؟ قَالُوا لَحْمٌ حُمْرٍ بُسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْمَرِيْقُوهَا وَأَكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تُهْرِيْقُهَا وَتُعْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَلِكَ، فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ عَصْرٌ فَتَنَاولَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابَ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلْمَةُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَا لَكَ؟ فَقُلْتُ فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا وَأَنْ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَ؟ فَقُلْتُ قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَسِيدُ بْنُ الْحَضْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنْ لَهُ لِأَخْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لِيَجَاهِدُ بِجَاهِدٍ قُلِّ عَرَبِيٌّ تَشَاحِبًا مِثْلَهُ -

৫৭১৭ কুতায়বা (র)... সালাম ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের বেলায় চলছিলাম। দলের মধ্যে থেকে একজন 'আমির ইব্ন আকওয়া (রা)-কে বলল যে, আপনি কি আপনার (হোট) কবিতাগুলো থেকে কিছু পড়ে আমাদের গুনাবেন না? 'আমির (রা) ছিলেন একজন কবি। সুতরাং তিনি দলের লোকদের হুদী গেয়ে গুনাতে লাগলেন। "হে আল্লাহ! তুমি না হলে, আমরা হেদায়েত পেতাম না। আমরা সাদাকা দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না। আমাদের আগেকার গুনাহ ক্ষমা করুন; যা আমরা করেছি। আমরা আপনার জন্য উৎসর্গিত। যদি আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই, তখন আমাদের পদদ্বয় সুদৃঢ় রাখুন। আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন; শত্রুর ডাকের সময় আমরা যেন বীরের মত ধাবিত হই, যখন তারা হৈ-হুল্লাড় করে, আমাদের উপর আক্রমণ চালায়।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এ উট চালক লোকটি কে? সে যে এ রকম উট চালিয়ে যাচ্ছে লোকেরা বললেন : তিনি 'আমির ইব্ন আকওয়া। তিনি বললেন : আল্লাহ তার উপর রহম করুন। দলের একজন বললেন : ইয়া নবী আল্লাহ। তার জন্য তো শাহাদাত নির্দিষ্ট হয়ে গেলো। হায়! যদি আমাদের এ সুযোগ দান করতেন। তারপর আমরা খায়বারে পৌঁছে শত্রুদের অবরোধ করে ফেললাম। এ সময় আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আল্লাহ (খায়বার যুদ্ধে) তাদের উপর আমাদের বিজয় দান করলেন। তারপর যেদিন খায়বার বিজিত হলো, সেদিন লোকেরা অনেক আগুন জ্বালাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা এত সব আগুন কি জন্য জ্বালাচ্ছ? লোকেরা বললো : গোশত রান্নার জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিসের গোশত? তারা বলল : গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসব গোশত ফেলে দাও এবং হাঁড়িগুলো ভেঙ্গে ফেল। একবার বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! বরং গোশতগুলো ফেলে আমরা হাঁড়িগুলো ধুয়ে নেই? তিনি বললেন : তবে তাই কর। রাবী বলেন : যখন লোকেরা যুদ্ধে সারিবদ্ধ হল। 'আমির (রা)-এর তলোয়ার খানা খাটো ছিল। তিনি এক ইয়াহুদীকে মারার উদ্দেশ্যে এটি দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন। কিন্তু তার তলোয়ারের ধারাল অংশ 'আমির (রা)-এরই হাঁটুতে এসে

আঘাত করল। এতে তিনি মারা গেলেন। তারপর ফিরার সময় সবাই ফিরলেন। সালামা (রা) বলেনঃ আমার চেহারার রং পরিবর্তন দেখে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম : আমার বাপ-মা আপনার প্রতি কুরবান হউন! লোকেরা বলছে যে, 'আমিরের আমল সব বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : এ কথাটা কে বলেছে? আমি বললাম : অমুক, অমুক অমুক এবং উসায়দ ইবন হুয়াইর আনসারী (রা)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা এ কথা বলেছে, তারা মিথ্যা বলেছে। তিনি বললেন : তাঁর দু'টি পুরস্কার রয়েছে, সে জাহিদ এবং মুজাহিদ। আরব ভূ-খণ্ডে তাঁর মত লোক অল্পই জন্ম নিয়েছে।

৫৭১৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سَلِيمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أُنْحَشَةَ رُوَيْدَكَ سَوْفَا بِالْفَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعَيْشُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْفَكَ بِالْفَوَارِيرِ -

৫৭১৮ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ তাঁর কতক সহধর্মিণীর কাছে আসলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে উম্মে সুলায়মও ছিলেন। নবী ﷺ বললেন : সর্বনাশ, হে আনজাশাহ! তুমি (উট) ধীরে চালাও। কেননা, তুমি কাচপাত্র (মহিলা) নিয়ে চলেছ। রাবী আবু কিলাবা বলেন : নবী (সা.) 'সাওকাকা বিল্ কাওয়ীরীর' বাক্য দ্বারা এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, যা অন্য কেউ বললে, তোমরা তাকে ঠাট্টা করত।

২৫২৩. بَابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

২৫২৩. পরিচ্ছেদ : কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের নিন্দা করা

৫৭১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ أَحْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ يَنْسَبِي، فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسْأَلَنَّ مِنْهُمْ كَمَا نَسَأُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَتْ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُتَافَعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৭১৯ মুহাম্মদ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট মুশরিকদের নিন্দা করার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে এ নিন্দা থেকে আমার বংশ মর্যাদা কেমনে বাঁচাবে? তখন হাস্‌সান (রা) বললেন : আমি তাদের থেকে আপনাকে এমনভাবে বের করে দেব, যেভাবে

মাথানো আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। রাবী 'উরওয়া বর্ণনা করেন, একদিন আমি 'আয়েশা (রা)-এর কাছে হাসান (রা)-কে গালি দিতে শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন : তুমি তাঁকে গালমন্দ করো না। কারণ, তিনি নবী ﷺ-এর তরফ থেকে মুশরিকদের প্রতিরোধ করতেন।

৫৭২. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الْهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَخَالَكُمْ لِأَيُّقُولِ الرَّفْثُ يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

فِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَخْرِ سَاطِعٌ
أَرَأَيْتَا الْهَدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقَلَّوْنَا بِهِ مَوْفَاتٌ أَنْ مَا قَالَ وَأَقِعُ
بَيْتٌ يُحَافِي حَبَّةً عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৫৭২০ আস্বাগ..... আবু হুরায়রা (রা) তাঁর বর্ণনায় নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের ডাই অর্থাৎ কবি ইবন রাওয়াহা (রা) অশ্লীল কথা বলেনি। তিনি বলতেন : 'আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ রয়েছেন, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করেন; যখন ভোরের মনোরম আলো ফুটে উঠে। পথভ্রষ্ট হওয়ার পর তিনি আমাদের সুপথ দেখিয়েছেন। আর আমরা অন্তরের সাথে একীভূত করলাম যে, তিনি যা বলছেন, তা ঘটবেই। তিনি নিজ পিঠ বিছানা থেকে সরিয়ে রেখেই রাত কাটান। যখন কাফিরদের শয্যা-সুখ ত্যাগ করা তাদের পক্ষে ভারী কষ্টকর হয়।'

৫৭২১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَنًا بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ يَسْتَسْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَسَدْتِكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ -

৫৭২১ আবুল ইয়ামান ও ইসমাঈল (র)..... হাসান ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে একথা বলতে শুনেছেন যে, ওহে হাসান! তুমি আল্লাহর রাসূলের তরফ থেকে পাশ্চাৎ জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাকে সাহায্য কর। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন : হ্যাঁ।

৫৭২২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الرَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانِ أَهْلِهِمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلَ مَعَكَ -

৫৭২২ সুলায়মান ইবন হারব..... বারাআ' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হাসান (রা)-কে বললেন : তুমি কাফিরদের নিন্দা করো। জীব্রাইল (আ) তোমার সহায়।

২৫২৪ . بَابُ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْعَالِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الشُّغْرَحَتِي يَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

২৫২৪. পরিচ্ছেদ : যে কবিতা মানুষকে এতখানি প্রভাবিত করে, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞান অর্জন ও কুরআন থেকে বাধা দেয়, তা নিষিদ্ধ

৫৭২৩ حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِي خَوْفُ أَحَدِكُمْ فَيُخَاطِبَهُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا -

৫৭২৩ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (রা)..... ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো উদর কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চেয়ে পুঁজ দিয়ে ভর্তি হওয়া অনেক ভাল।

৫৭২৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِي خَوْفُ رَجُلٍ فَيُخَاطِبَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا -

৫৭২৪ 'উমর ইবন হাফস (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভর্তি হওয়ার চাইতে এমন পুঁজে ভর্তি হওয়া উত্তম, যা তোমাদের পেটকে ধ্বংস করে ফেলে।

২৫২৫ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ وَعَقْرِي حَلْقِي

২৫২৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর উক্তি : তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। তোমার হাত-পা ধ্বংস হোক এবং তোমার কণ্ঠদেশ ঘায়েল হোক

৫৭২৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْبِلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعْقِيسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا يَزُولُ الْجِحَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أُذِنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ أَخَا أَبِي الْقَعْقِيسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَنِي امْرَأَةٌ أَبِي الْقَعْقِيسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي

وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ ذَنْبِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَلِكِ تَرَبَّتْ يَمِينِكَ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرَمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

৫৭২৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর আবু কুয়ায়সের ভাই আফলাহু আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম : আপ্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুমতি না নিয়ে, তাকে অনুমতি দেব না। কারণ, আবু কুয়ায়সের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করান নি। বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বললেন : অনুমতি দাও। কারণ এ লোকটি তোমার (দুধ) চাচা। তোমার জান হাত ধুলায় ধূসরিত হোক। রাবী উরওয়া বলেন, এ কারণেই 'আয়েশা (রা) বলতেন যে, বংশগত সম্পর্কে বিবাহে যারা হারাম হয়, দুধ পান সম্পর্কেও তোমরা তাদের হারাম গণ্য করবে।

৫৭২৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ حِجَابِهَا كَثِيَّةَ حَزِينَةَ لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرِي حَلْقِي لَعْنَةُ قُرَيْشٍ إِنَّكَ لِحَابِسْتَنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتُ أَفْضْتُ يَوْمَ النَّحْسِ ، يَعْنِي الطُّوَافَ ، قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَانْفِرِي إِذَا -

৫৭২৬ আদম (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন। তখন সাফিয়া (রা) ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ায় তাঁর দরজার সামনে চিত্তিত ও বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পেলেন। তখন তিনি কুরাইশদের বাগধারায় বললেন : 'আক্রা-হাল্কী'। তুমি তো দেখছি, আমাদের আটকিয়ে দিবে। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরবানীর দিনে ফরয তাওয়াফ আদায় করেছিলে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : তাহলে এখন তুমি চলো।

২৫২৬ . بَابُ مَا جَاءَ فِي زَعْمُوا

২৫২৬. পরিচ্ছেদ : 'যাআমু' (তারা ধারণা করেন) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

৫৭২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مَرْةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتَهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ - فَقَالَ مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسَلِهِ قَامَ

فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُتَّحِنًا فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّ هَانِيٍّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أُجْرَتْهُ فَلَانَ بْنِ هَبِيرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُجْرْنَا مِنْ أُجْرَتِ يَدِ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ وَذَلِكَ صَحِي -

[৫৭২৭] আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... উম্মে হানী বিন্ত আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি নবী ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে তাঁকে গোসল করতে পেলাম। তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কে? আমি বললাম : আমি আবু তালিবের মেয়ে উম্মে হানী। তিনি বললেন : উম্মে হানীর জন্য মারহাবা। তারপর তিনি যখন গোসল শেষ করলেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে আট রাকাত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষ করলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি ছবায়রার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ডাই বলছে, সে তাকে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী (রা) বলেন : এই সময়টি ছিল চাশতের সময়।

২৫২৭ . بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيَلْتَكُ

২৫২৭. পরিচ্ছেদ : কাউকে 'ওয়াইলাকা' বলা

[৫৭২৮] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ أُرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ ، قَالَ أُرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ أُرْكَبُهَا وَيَلْتَكُ -

[৫৭২৮] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একটা কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে, তাকে বললেন : এতে সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল : এটি তো কুরবানীর উট। তিনি আবার বললেন : সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল : এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন : এতে সাওয়ার হয়ে যাও। সে বলল, এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেন : ওয়াইলাকা (তোমার অকল্যাণ হোক) তুমি এটির উপর সাওয়ার হয়ে যাও।

[৫৭২৯] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ أُرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ ، قَالَ أُرْكَبُهَا وَيَلْتَكُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ -

৫৭২৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটা কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন : তুমি এর উপর সাওয়ার হয়ে যাও । সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি তো কুরবানীর উট । তখন তিনি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন : ওয়াইলাকা (তোমার অনিষ্ট হোক) তুমি এতে সাওয়ার হয়ে যাও ।

৫৭৩০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدٌ ، يُقَالُ لَهُ أَنَحْشَةُ يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَحْكُ يَا أَنَحْشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ -

৫৭৩০ মুসাদ্দাদ ও আইউব (রা)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন । তাঁর সঙ্গে তখন আনজাশা নামক একজন কালো গোলাম ছিল । সে পুঁথি গাইতেছিল । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ওহে আনজাশা তোমার সর্বনাশ । তুমি উটটিকে কাঁচপাত্রে সদৃশ সাওয়ারীদের নিয়ে ধীরে চালিয়ে যাও ।

৫৭৩১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكْرَةَ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أُخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَهَ فَلْيُقْلُ أَحْسِبُ ثَلَاثًا وَاللَّهِ حَسِيْبُهُ وَلَا أَرْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَسَانُ يَعْلَمُ -

৫৭৩১ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সামনে আরেক জনের প্রশংসা করলো । তিনি বললেন : 'ওয়াইলাকা' (তোমার অমঙ্গল হোক) তুমি তো তোমার ভাই এর গর্দান কেটে দিয়েছ । তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন তিনি আরও বললেন : যদি তোমাদের কাউকে কারো প্রশংসা করতেই হয়, আর সে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তবে শুধু এতটুকু বলবে যে, আমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি । প্রকৃত হিসাব নিকাশের মালিক একমাত্র আল্লাহ । আর আমি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করছি না ।

৫৭৩২ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَفْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ فَمَسَا ، فَقَالَ ذُو الْخُوَيْبِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدْرِي قَالَ وَتِلْكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَغْدِلْ ، فَقَالَ عَمْرُؤُ الذَّنَّ لِي فَلَا ضَرْبَ عُنُقِهِ ، قَالَ لَا إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَخْفِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ

صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نُصْبِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْزِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالدَّمُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ أَيُّهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ تُدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلِ الْبُضْعَةِ تَدْرَدَزُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَاتَلْتَهُمْ، فَالْتَمِسَ فِي الْقَتْلِ فَأَنَّى بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيَّ ﷺ -

৫৭৩২ আবদুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নিজ অধিকারভুক্ত কিছু মাল নবী ﷺ ভাগ করে দিচ্ছিলেন। এমন সময় তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল : ইয়া রাসূলান্নাহ ! ইনসাফ করুন। তখন তিনি বললেন : ওয়ায়লাকা (তোমার অমঙ্গল হোক) আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে? তখন উমর (রা) বললেন : আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন : না। কারণ, তার এমন কতক সাথী রয়েছে; যাদের সালাতের সামনে নিজেদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের সিয়ামের সম্বন্ধে তোমাদের নিজেদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনিভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়----- গোবর ও রক্তকে এমনভাবে অতিক্রম করে যায় যে তীরের অগ্রভাগ লক্ষ্য করলে তাতে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, তার উপরিভাগে লক্ষ্য করলেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়না। তার কাঠামোতে ও কোন চিহ্ন নেই। তার পাতির মধ্যে ও কোন চিহ্ন নেই। এমন সময় তাদের আবির্ভাব হবে, যখন মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিবে। তাদের পরিচয় হলো, তাদের নেতা এমন এক ব্যক্তি হবে, যার একহাত স্ত্রীলোকের স্তনের মত অথবা পিল্লের মত তা কাঁপতে থাকবে। রাবী আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ থেকে একথা শুনেছি এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজে আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম যখন তিনি এ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। তখন সে লোকটিকে যুদ্ধের নিহত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে আনার পর তাকে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাওয়া গেল, যে অবস্থার বর্ণনা নবী ﷺ দিয়েছিলেন।

৫৭৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَهَابٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ وَيَحَلُكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ

أَعْتَقَ رَقَبَةً ، قَالَ مَا أَجِدُهَا ، قَالَ فَصُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَاطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ مَا أَجِدُ فَأَتَيْ بِعَرَقٍ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلَى غَيْرِ أَهْلِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طَبْعِي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنِّي ، فَضَجَّكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ ، قَالَ خُذْهُ * نَابِعُهُ يُوَثِّسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَلَكَ -

৫৭৩৩ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেমদতে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : 'ওয়ায়হাকা' (আফসোস তোমার জন্য) এরপর সে বলল : আমি রামযানের মধ্যেই দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন : একটা গোলাম আযাদ করে দাও সে বলল : আমার কাছে তা নেই। তিনি বললেন : তা হলে তুমি লাগাতার দু'মাস সাওম পালন কর। সে বলল : আমি এতেও সক্ষম নই। তিনি বললেন : তবে তুমি যাটজন মিস্কীনকে খাওয়াও। লোকটি বলল : আমি এর সামর্থ রাখি না। নবী ﷺ-এর খিদমতে এক ঝুড়ি খেজুর এলো। তখন তিনি বললেন : এটা নিয়ে যাও এবং সাদাকা করে দাও। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি আমার পরিবার ব্যতীত অন্যকে দেব? সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই। তখন নবী ﷺ এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তার পার্শ্বের ছেদন দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেন : তবে তুমিই নিয়ে যাও।

৬৭৩৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْهَجْرَةِ شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا -

৫৭৩৪ সুলায়মান ইবন আব্দুর রাহমান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য লোক এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে হিজরত সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : আফসোস তোমার প্রতি, হিজরত তো খুব কঠিন ব্যাপার। তোমার উট কি আছে? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি উত্তর দিলেন : তুমি কি এর মাকাত দিয়ে থাক? লোকটি বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তুমি সমুদ্রের ঐ পাশ থেকেই আমল করে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাওয়াব একটুও কমাবেন না।

৫৭৩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيَلْكُكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ ، قَالَ شُعْبَةُ شَكُّهُ هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ * وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيَحْكُمُ * وَقَالَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَيَلْكُكُمْ أَوْ وَيَحْكُمُ -

৫৭৩৫ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বললেন : 'ওয়ায়লাকুম' অথবা 'ওয়ায়হাকুম' (তোমাদের জন্য আফসোস) আমার পরে তোমরা আবার কাফির হয়ে যেয়ো না। যাতে তোমরা একে অন্যের গর্দান মারবে।

৫৭৩৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ ، قَالَ وَيَلْكُكُمْ وَمَا أَعَدَدْتُمْ لَهَا ؟ قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَيُّهُنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا ، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمَغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي ، فَقَالَ إِنَّ آخِرَ هَذَا فَلَنْ يَذْرُوكَهُ الْهَرَمُ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ * وَاصْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭৩৬ আমার ইবন আসিম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য লোক নবী ﷺ-এর খেদমতে এসে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন : তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে জবাব দিল : আমি তো তার জন্য কিছু প্রস্তুতি নেই নি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস, কিয়ামতের দিন তুমি তাঁর সঙ্গেই থাকবে। তখন আমরা বললাম : আমাদের জন্যও কি এরূপ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এতে আমরা সে দিন যারপরনাই আনন্দিত হলাম। আনাস (রা) বলেন, এ সময় মুগীরা (রা)-এর একটি যুবক ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী। নবী ﷺ বললেন : যদি এ যুবকটি বেশী দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে।

২৫২৮ . بَابُ عِلْمِ حَيْبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ ﷻ إِنَّكُمْ تُجِئُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِتْكُمْ اللَّهُ

২৫২৮. পরিচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন । আল্লাহ তা'আলার বাণী : (আপনি বলে দিন) যদি তোমরা আল্লাহকে সত্যই ভালবেসে থাকো, তা'হলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। তা'হলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন

৫৭৩৭ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ -

৫৭৩৭ বিশ্ব ইবন খালিদ (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী ﷺ বলেছেন : মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসবে (কিয়ামতে) সে তারই সঙ্গী হবে ।

৫৭৩৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِى رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ * تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قُرْمٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৭৩৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন মানউদ (রা) বলেছেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি কোন দলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমলের দিক দিয়ে) তাদের সমান হতে পারে নি। তিনি বললেন : মানুষ যাকে ভালবাসে সে তারই সঙ্গী হবে ।

৫৭৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ * تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ -

৫৭৩৯ আবু নুযাইম (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো : কোন ব্যক্তি একদলকে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন : মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সঙ্গী হবে ।

৫৭৪০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا؟ قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ -

[৫৭৪০] আবদান (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল : ইয়া রাসূল্লাহ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি এর জন্য কি যোগাড় করেছ? সে বলল : আমি এর জন্য তো বেশী কিছু সালাত, সাওম ও সাদাকা আদায় করতে পারি নি। কিন্তু আমি আদ্বাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন : তুমি যাকে ভালবাস তারই সঙ্গী হবে।

২০২৭ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اِخْسَاً

২৫২৯. পরিচ্ছেদ : কেউ কাউকে দূর হও বলা

[৫৭৪১] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَيْرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَيْبًا فَمَا هُوَ؟ قَالَ الدُّخُ ، قَالَ اِخْسَاً -

[৫৭৪১] আবুল ওয়ালীদ (র.)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইব্ন সাঈদকে বললেন : আমি তোমার জন্য একটি কথা গোপন রেখেছি, তুমি বলতো সেটা কি? সে বলল : 'দুখ' তখন তিনি বললেন : 'দূর হও'।

[৫৭৪২] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أَطْمِ بَنِي مَعَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَيُّ رَسُولُ اللَّهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِينِ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدُ أَيُّ رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى ؟ قَالَ يَا بُنَيَّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَيْبًا ، قَالَ هُوَ الدُّخُ ، قَالَ اِخْسَاً ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ তাকে পরীক্ষার জন্য সূরা দুখান কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সে পূর্ণ নাম না বলে কেবল 'দুখ' বলেছে। এতে বোঝা যায় যে, তার জ্ঞান স্পষ্ট ছিল না।

* قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بِنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيِّ بَوْمَانَ النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي بِحُدُوعِ النَّخْلِ ، وَهُوَ يَخْتَلُّ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَسْرَاهُ وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قُضَيْبَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْرَمَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِحُدُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدٌ ، فَتَلَفَى ابْنُ صَيَّادٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ * قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَنْتَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْذِرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ ، وَلَكِنِّي سَأَفُولُ لَكُمْ فِيهِ فَوَلَا لَمْ يَقْلَهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ نَعْلَمُونَ أَنَّهُ أُعُورٌ ، أَنْ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعُورٌ -

৫৭৪২ আবুল ইয়ামান (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) একদল সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইবন সাইয়্যাদের নিকট গমন করেন। তারা সেখানে গিয়ে তাকে বনু মাগালাহের দুর্গের পাশে ছেলেদের সাথে খেলায় রত পেলেন। তখন সে বালগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌছেছে। সে নবী ﷺ-এর আগমন টের পেল না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে তার পিঠে মারলেন। তারপর তিনি বললেন: তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমিই আল্লাহর রাসূল? তখন সে নবী ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে বললো: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মি সম্প্রদায়ের রাসূল। এরপর ইবন সাইয়্যাদ বললো: আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমিই আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ধাক্কা মেরে বললেন: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান রাখি। তারপর আবার তিনি ইবনে সাইয়্যাদকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী দেখতে পাও? সে বললো: আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: বিষয়টি তোমার উপর এলোমেলো করে দেয়া হয়েছে। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন: আমি তোমার (পরীক্ষার) জন্য কিছু গোপন রাখছি। সে বললো: তা 'দুখ'। তখন তিনি বললেন: 'দূর হও'। তুমি কখনো তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবেনা। উমর (রা) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি তার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: এ যদি সেই (দাজ্জালই) হয়ে থাকে, তবে তার উপর তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া হবে না। আর এ যদি সে না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করা তোমার জন্যই ভাল হবে না। সালিম (রা) বলেন, এরপর আমি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) কে বলতে শুনেছি যে, এ ঘটনার পর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং

উবাই ইব্ন কাব (রা) সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইব্ন সাইয়্যাদ ছিল। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি খেজুরের কাণ্ডের আড়ালে আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যে, ইব্ন সাইয়্যাদ তাঁকে দেখার আগেই যেন তিনি তার কিছু কথাবার্তা শুনে নিতে পারেন। এ সময় ইব্ন সাইয়্যাদ তার বিছানায় একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আর তার চাদরের ভেতর থেকে বিড়বিড় শব্দ শুনা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে ইব্ন সাইয়্যাদের মা নবী ﷺ কে দেখল যে, তিনি খেজুরের কাণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছেন। তখন তার মা তাকে ডেকে বললো : ওহে সাফ! এটা তার ডাক নাম ছিল। এই যে, মুহাম্মদ ﷺ। তখন ইব্ন সাইয়্যাদ (যে বিষয়ে মগ্ন ছিল তা থেকে) বিরত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তার মা তাকে সতর্ক না করতো তবে তার (রহস্য) প্রকাশ পেয়ে যেতো। রাবী সালিম আরও বলেন, আব্দুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসার পর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন : আমি তোমাদের তার সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই এর সম্পর্কে তার কওমকে সতর্ক করে গিয়েছেন। আমি এর সম্পর্কে এমন কথা বলছি যা অন্য কোন নবী তাঁর কওমকে বলেন নি। তবে তোমরা জেনে রাখ সে কানা; কিন্তু আল্লাহ কানা নন।

২৫৩০. **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ**

مَرْحَبًا بِابْنَتِي وَقَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيءٍ

২৫৩০. পরিচ্ছেদ : কাউকে 'মারহাবা' বলা। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ ফাতিমা (রা) কে বলেছেন : আমার মেয়ের জন্য 'মারহাবা'। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর খেদমতে এলাম। তিনি বললেন : উম্মে হানী 'মারহাবা'

৫৭৫৩ **حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ**

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرْحَبًا بِأَلْوَفْدِ

الَّذِينَ جَاءُوا غَيْرَ غَزَايَا وَلَا نَدَامَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَيْبَعَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ

مُضَرٌّ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَصَلَّ نَدْخُلُ بِهِ الْحَنَّةَ ، وَنَدْعُو

بِهِ مِنْ وَرَاءِ نَا ، فَقَالَ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا

خُمْسَ مَا غَنَمْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّبْقِيرِ وَالْمَرْقَتِ -

৫৭৪৩ ইমরান ইব্ন মায়সার (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল

কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর কাছে এলে তিনি বললেন : এই প্রতিনিধি দলের প্রতি

'মারহাবা' যারা লালিত ও লজ্জিত অবস্থায় আসে নি। তারা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা রাবিয়া

কাওমের লোক। আমরা ও আপনার মধ্যখানে অবস্থান করছে 'মুযার' কাওম। এজন্য আমরা হারাম মাস ছাড়া আপনার খেদমতে পৌছতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদের এমন কিছু চূড়ান্ত বিধি-নিষেধ বাতলিয়ে দেন যা অনুসরণ করে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের হেদায়েত দিতে পারি। তিনি বললেন : আমি চারটি (মেনে চলা) ও চারটি (হতে বিরত থাকার) নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রামযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং গনীমতের মালের পঞ্চমাংশ দান করবে। আর কদুর খোলে, সবুজ রং করা কলসে, খেজুর মূলের পাত্রে এবং আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।

۲۵۳۱ . بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِأَبَائِهِمْ

২৫৩১. পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের পিতার নামে ডাকা হবে

۵۷৪৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ -

৫৭৪৪ মুসাদ্দাদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে যে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

۵۷৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ -

৫৭৪৫ আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে একটা পতাকা স্থাপন করা হবে। আর বলা হবে যে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

۲۵۳۲ . بَابُ لَا يُقْبَلُ خَبَثٌ نَفْسِي

২৫৩২. পরিচ্ছেদ : কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা 'খবীস' হয়ে গেছে

۵۷৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَثٌ نَفْسِي وَلَكِنْ لِنَقْلِ لَمَسْتِ نَفْسِي -

৫৭৪৬ মুহাম্মদ ইবন ইউনুস (র)..... অয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে। তবে একথা বলতে পার যে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে।

৫৭৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبَثْتُ نَفْسِي، وَلَكِنَّ لِيَقْلَ لِقَيْسَتْ نَفْسِي * تَابِعُهُ عَقْبِلُ -

৫৭৪৭ আব্দান (র)..... আবু ইমামা ইবন সাহল তার পিতা (র:) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : সাবধান! তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে, আমার আত্মা 'খবিস' হয়ে গেছে। বরং সে বলবে : আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে।

২৫৩৩ . بَابُ لَا تُسْبُوا الدَّهْرَ

২৫৩৩. পরিচ্ছেদ : যামানাকে গালি দেবে না

৫৭৪৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي شَيْهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

৫৭৪৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, মানুষ যামানাকে গালি দেয়, অথচ আমিই যামানা, (এর নিয়ন্ত্রণের মালিক)। একমাত্র আমারই হাতে রাত ও দিনের পরিবর্তন হয়।

৫৭৪৯ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُسْمُوا الْعَيْنَبَ الْكَرْمَ وَلَا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ -

৫৭৪৯ আইয়্যাশ ইবন ওয়ালীদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: তোমরা আংড়াকে 'কারম' বসো না। আর বলবে না 'খিবিত যুগ'। কারণ আল্লাহ হলেন যুগ এর নিয়ন্তা।

২৫৩৪ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِذَا الْمُفْلِسُ السَّيِّئُ يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِذَا الصَّرْعَةُ الَّتِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَقَوْلِهِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ . فَوَصَفَهُ بِإِنْتِهَاءِ الْمَلِكِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

২৫৩৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর বাণী : প্রকৃত 'কারম' হলো মু'মিনের কলব। তিনি বলেছেন : প্রকৃত নিঃসম্বল হলো সে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিঃসম্বল। যেমন (অন্যত্র) তাঁরই বাণী :

প্রকৃত বাহাদুর হলো সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজকে সামলিয়ে রাখতে পারে। আরও যেমন তাঁরই বাণী : আল্লাহ একমাত্র বাদশাহ। আবার তিনিই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত মালিক। এরপর বাদশাহদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : "বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তারা তা ধুংস করে দেয়"

৫৭৫০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقُولُونَ الْكِرْمُ إِنَّمَا الْكِرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ -

৫৭৫০ আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা (আংগুরকে) 'করম' বলে, কিন্তু আসলে 'করম' হলো মু'মিনের অন্তর।

২৫৩৫. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فِيهِ الرَّبِيرُ

২৫৩৫. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির একথা বলা আমার মা-বাপ আপনার প্রতি কুরবান। এ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে যুবায়র (রা)-এর একটি বর্ণনা আছে

৫৭৫১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُفَذِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرَمَ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَأَطْنَهُ يَوْمَ أَحَدٍ -

৫৭৫১ মুসাদ্দাদ (র)..... আলী (রা) বলেন, আমি সাদ (রা) ব্যতীত আর কারো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একথা বলতে শুনি নাই যে, আমার মা-বাপ তোমার প্রতি কুরবান। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : হে সাদ! তুমি তীর চালাও। আমার মা ও বাপ তোমার প্রতি কুরবান। আমার ধারণা হচ্ছে যে, একথা তিনি ওহাদের যুদ্ধে বলেছেন।

২৫৩৬. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاكَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِدَيْتَكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا

২৫৩৬. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির একথা বলা যে, আল্লাহ আমাকে তোমার প্রতি কুরবান করুন। আবু বকর (রা) নবী ﷺ কে বললেন : আমরা আমাদের পিতা ও মাতাদের আপনার প্রতি কুরবান করলাম

৫৭৫২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَجَّلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعِيمًا مَرَدِيًّا عَلَى رَأْسِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا بَعْضَ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ الثَّاقَةُ ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ أَحْسِبُ افْتَحَمَ

عَنْ بَعِيرِهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَيَّ وَجْهَهُ فَقَصَدَ فَقَصَدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهَا عَلَى رَأْسِهَا فَجَلَبَتَا فَرَكِبَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَلِيلَ اشْرَافُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّونَ ثَائِبُونَ غَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ -

[৫৭৫২] আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ-এর সঙ্গে তিনি ও আবু তাল্হা (রা) (মদীনায়) আসছিলেন। তখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাফিন্য়া (রা) তাঁর উটের পেছনে বসাছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে যায় এবং নবী ﷺ ও তাঁর স্ত্রী পড়ে যান। তখন আবু তাল্হা (রা) ও তাঁর উট থেকে লাফ দিয়ে নামলেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া নবী আব্দুল্লাহ! আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে? আব্দুল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান করলেন। তিনি বললেন : না। তবে স্ত্রী লোকটির খবর নাও। তখন আবু তাল্হা (রা) তাঁর কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর উপরও একখানা কাপড় ফেলে দিলেন। তখন স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়ালেন। এরপর আবু তাল্হা (রা) তাঁদের হাওদাটি উটের উপর শক্ত করে বেঁধে দিলেন। তাঁরা উভয়ে সাওয়ার হলেন এবং সবাই আবার রওয়ানা হলেন। অবশেষে যখন তারা মদীনার নিকটে পৌঁছলেন, তখন নবী ﷺ বসতে লাগলেন : "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং একমাত্র স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।" তিনি মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত একথাগুলো বলছিলেন।

۲۵۳۷ . يَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

২৫৩৭. পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নাম

[৫৭৫৩] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَّيْتَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ غُلَامٍ فَسَاءَهُ الْقَاسِمُ فَقُلْنَا لَا تُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ -

[৫৭৫৩] সাদাকা ইবন ফায়ল (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একজনের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। সে তাঁর নাম রাখলো 'কাসিম'। আমরা বললাম : আমরা তোমাকে আবুল কাসিম ডাকবো না এবং সেরূপ মর্যাদাও দেবো না। তিনি একথা নবী ﷺ কে জানালে তিনি বললেন : তোমার ছেলের নাম 'আবদুর রাহমান' রেখে দাও।

২৫৩. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي قَالَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫৩৮. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : আমার নামে নাম রাখতে পার, তবে আমার কুনিয়াত দিয়ে কারো কুনিয়াত (ডাক নাম) রেখে না। আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

۵۷۵۴ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلِدٌ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا تَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي -

৫৭৫৪ মুসাদ্দাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের এক ব্যক্তির একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। সে তার নাম রাখলো 'কাসেম'। তখন লোকেরা বলল : আমরা নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা না করে তাকে এ কুনিয়াতে ডাকবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রেখে, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখে না।

۵۷۵۵ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي -

৫৭৫৫ আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রেখে, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখে না।

۵۷۵۶ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُكَدِّرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَوَلِدٌ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَا تَكْنِيكَ بِاسْمِي الْقَاسِمِ وَلَا تُنْعِمُكَ عَيْنَا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اسْمُ ابْنِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ -

৫৭৫৬ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের একজনের একটি ছেলে হলে সে তার নাম রাখলো 'কাসেম'। তখন আমরা বললাম : আমরা তোমাকে 'আবুল কাসেম' কুনিয়াতে ডাকবো না। আর এ দ্বারা তোমার চোখও শীতল করবো না। তখন সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঐ কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তোমার ছেলের নাম রাখ আবদুর রাহমান।

۲۵۳۹ . بَابُ اسْمِ الْحَزْنِ

banglainternet.com

২৫৩৯. পরিচ্ছেদ : 'হায্ন' নাম

۵۷۵۷ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ

الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حَزَنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ فَمَا زَالَتِ الْحَزُونَةُ فِينَا بَعْدُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَحْمُودٌ فَلَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا -

৫৭৫৭ ইসহাক ইবন নাসর (র)..... ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা নবী ﷺ -এর নিকট আসলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কি? তিনি বললেন : 'হায্ন' । নবী ﷺ বললেন : বরং তোমার নাম 'সাহুল' । তিনি বললেন : আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোন নাম দিয়ে আমি বদলাবো না । ইবন মুসায়য়্যাব (রা) বলেন : এরপর থেকে আমাদের বংশের মধ্যে কঠিনতাই চলে এসেছে ।

২৫৬ . بَابُ تَحْوِيلِ الْإِسْمِ إِلَى إِسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

২৫৪০. পরিচ্ছেদ : নাম বদলিয়ে পূর্ব নামের চাইতে উত্তম নাম রাখা

৫৭৫৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ أَنِّي بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَحْذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ ، فَأَحْتَمِلَ مِنْ فَحْذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلْبِنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ ، قَالَ وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْدِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْدِرُ -

৫৭৫৮ সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম (র)..... সাহুল (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন মুন্দির ইবন আবু উসায়দ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে নবী ﷺ -এর খেদমতে নিয়ে আসা হলো । তিনি তাকে নিজের উরুর উপর রাখলেন । আবু উসায়দ (রা) পাশেই বসেছিলেন । এ সময় নবী ﷺ তাঁর সামনেই কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । ইত্যবসরে আবু উসায়দ (রা) কারো দ্বারা তাঁর উরু থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন । পরে নবী ﷺ সে কাজ থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : শিশুটি কোথায়? আবু উসায়দ বলল : ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তার নাম কি? তিনি বললেন : অমুক । নবী ﷺ বললেন : বরং তার নাম 'মুন্দির' । সে দিন থেকে তাঁর নাম রাখলেন 'মুন্দির' ।

৫৭৫৯ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي

مِيمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَتْ اسْمَهَا بُرَّةَ ، فَقِيلَ تَزَكَّى نَفْسَهَا ،
فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ -

৫৭৫৯ সাদাকা ইবন ফায়ল (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়নাব (রা)-এর নাম ছিলো 'বাররাহ' (নেককার)। তখন কেউ বললেন : এতে তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম রাখলেন : 'যায়নাব'।

৫৭৬০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ حَدَّهُ حَزَنًا قَدِيمًا
عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُعْجِرٍ اسْمًا
سَمَّيْتَهُ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ -

৫৭৬০ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র)..... সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁর দাদা নবী ﷺ -এর খিদমতে আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন : আমার নাম হায্ন। তিনি বললেন : না বরং তোমার নাম 'সাহল'। তিনি বললেন : আমার পিতা আমার যে নাম রেখে গিয়েছেন, তা আমি বদলাতে চাই না। ইবন মুসাইয়্যাব বলেন, ফলে এরপর থেকে আমাদের বংশে কঠিনতাই চলে আসছে।

২৫৪১ . بَابُ مَنْ سُمِّيَ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَالَ أَنَسُ : قَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي ابْنَهُ
২৫৪১ পরিচ্ছেদ : নবীদের (আ) নামে যারা নাম রাখেন। আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা)কে চুমু দিয়েছেন

৫৭৬১ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتُ
إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ ،
وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ -

৫৭৬১ ইবন নুমায়র (র)..... ইসমাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আবু আওফা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি নবী ﷺ -এর পুত্র ইব্রাহীম (রা) কে দেখেছেন? তিনি বললেন : তিনি তো ছোট বেলায়ই মারা গিয়েছেন। যদি নবী ﷺ -এর পরে কোন নবী হওয়ার বিধান থাকত তবে তাঁর পুত্র বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী হবেন না।

৫৭৬২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْحَنَّةِ -

[৫৭৬২] সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... আদী ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, আমি বারাআ' (রা) কে বলতে শুনেছি যে, যখন ইব্রাহীম (রা) মারা যান তখন নবী ﷺ বললেন : জান্নাতে তার জন্য খাত্তী থাকবে।

[৫৭৬৩] حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُتْبِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بِنَتِّكُمْ * وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

[৫৭৬৩] আদম (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখ না। কারণ আমিই কাসেম। আমি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত) বন্টন করি আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[৫৭৬৪] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُتْبِي وَمَنْ رَأَى مِنِّي فِي سِيِّئِ الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فِي الْبُاطِنِ الشَّيْطَانَ لَا يَمَثُلُ صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مَتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

[৫৭৬৪] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখে না। আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে। শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামেই তার বাসস্থান করে নেয়।

[৫৭৬৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَوَلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَتَّكَ بِسَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى -

[৫৭৬৫] মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তার নাম রেখে দিলেন ইব্রাহীম। তারপর তিনি একটা খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। রাবী বলেন, সে ছিল আবু মুসা (রা)-এর বড় সন্তান।

৫৭৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتُ الْمُعْبِرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ قَالَتْ

انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ، رواه أبو بكر عن النبي ﷺ

৫৭৬৬ আবুল ওয়ালীদ (র)..... যিয়াদ ইবন ইলাকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শু'বা (রা) কে বলতে শুনেছি : যে দিন ইব্রাহীম (রা) মারা যান, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

২৫৪২ . بَابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

২৫৪২. পরিচ্ছেদ : ওয়ালীদ নাম রাখা

৫৭৬৭ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَلْحِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلِّمْ بِنِ هِشَامٍ ، وَعِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَسَّرٍ . اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ -

৫৭৬৭ আবু নু'আয়ম ফাযল ইবন দুকাযন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের রুকু থেকে মাথা তুলে দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ, ইবন ওয়ালীদ সালামা ইবন হিশাম, আইয়াশ ইবন আবু রাবীয়া এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের শত্রুর নির্বাতন থেকে নাজাত দাও। আর হে আল্লাহ! মুযার গোত্রকে শক্তভাবে পাকড়াও করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও, যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ (আ)-এর যুগে এসেছিল।

২৫৪৩ . بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنْ اسْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرٍ

২৫৪৩. পরিচ্ছেদ : কারো সঙ্গীকে তার নামের কিছু হরফ কমিয়ে ডাকা। আবু হায়িম (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাকে 'ইয়া আবা হিররিন' বলে ডাক দেন

৫৭৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جَبْرِئِيلُ يُقْرُئُكَ السَّلَامَ فَلْتُوَعِّلِيهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، قَالَتْ وَهُوَ بَرِيءٌ مَا لَا تَرَى -

৫৭৬৮ আবুল ইয়ামান (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম

বলছেন। তিনি বললেন : তাঁর উপরও আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক। এরপর তিনি বললেন : নবী ﷺ তো দেখতে পান, যা আমি দেখি না।

৫৭৬৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي وَرَّاقَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَتْ أُمَّ سَلِيمٍ فِي النَّقْلِ وَأَنْحَشَتْ غُلَامَ النَّبِيِّ ﷺ يَسُوقُ بِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنْحَشُ رُوَيْدُكَ سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ -

৫৭৬৯ মুসা ইবন ইসমাইল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার উম্মে সুলায়ম (রা) সফরের সামগ্রীবাহী উটে সাওয়ার ছিলেন। আর নবী ﷺ -এর গোলাম আনজাশা উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন : ওহে আনজাশা! তুমি কাঁচপাত্রবাহী উটগুলো ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।

২৫৪৪ . بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يُوَلَّدَ لِلرِّجَالِ

২৫৪৪. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মবার আগেই সে শিশুর নাম দিয়ে তার ডাকনাম রাখা

৫৭৭০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا . وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ أَحْسَبُهُ فَطِيمٌ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التَّغْيِيرُ ، نُغَيْرُ كَانَ يُنْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبَسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَعُ ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا -

৫৭৭০ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সবার চেয়ে বেশী সদাচারী ছিলেন। আমার একজন ভাই ছিল; 'তাকে আবু উমায়র' বলে ডাকা হতো। আমার অনুমান যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসতো, তিনি বলতেন : হে আবু উমায়র! তোমার নুগায়র কি করছে? সে নুগায়র পাখিটা নিয়ে খেলতো। আর প্রায়ই যখন সালাতের সময় হতো, আর তিনি আমাদের ঘরে থাকতেন, তখন তাঁর নীচে যে বিছানা থাকতো, সামান্য পানি ছিটিয়ে বেড়ে দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম। আর তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন।

২৫৪৫ . بَابُ التَّكْنِيَةِ بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

২৫৪৫. পরিচ্ছেদ : কারো অন্য কনিয়াত থাকা সত্ত্বেও তার কনিয়াত 'আবু তুরাব' রাখা

৫৭৭১ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَهْزِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبُّ أَسْمَاءَ عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ ، لِأَبِي تُرَابٍ . وَإِنْ كَانَ لِيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا

، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ غَاضِبٌ يَوْمًا فَاطْمَنَةٌ فَخَرَجَ فَاضْطَمَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطَمِعٍ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمْتَلَأَ ظَهْرَهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ -

[৫৭৭১] খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা)-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে 'আবু তুরাব' কুনিয়াত ছিলো সবচেয়ে বেশী প্রিয় এবং এ নামে ডাকলে তিনি খুব খুশী হতেন। নবী ﷺ -ই তাকে 'আবু তুরাব' কুনিয়াতে ডেকেছিলেন একদিন তিনি ফাতিমা (রা)-এর সঙ্গে রাগ করে বেরিয়ে এসে মসজিদের দেয়াল ঘেঁসে ঘুমিয়ে পড়লেন। এসময় নবী ﷺ তাঁকে ভালাশ করছিলেন। এক ব্যক্তি বলল : তিনি তো ওখানে দেয়াল ঘেঁসে শুয়ে আছেন। নবী ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে তাকে এমন অবস্থায় পেলেন যে, তাঁর পিঠে ধূলাবালি লেগে আছে। তিনি তাঁর পিঠ থেকে ধূলা ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে শুরু করলেন : হে আবু তুরাব ! উঠে বসো।

٢٥٤٦ . بَابُ أُنْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

২৫৪৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত নাম

[৫৭৭২] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُخْتَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ -

[৫৭৭২] আবুল ইয়ামান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামত দিবসে এ ব্যক্তির নাম সব চাইতে ঘৃণিত, যে তার নাম ধারণ করেছে 'রাজাধিরাজ'।

[৫৭৭৩] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَيْتُهُ قَالَ أَخْتَعُ اسْمُ اللَّهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْتَعُ الْأَسْمَاءَ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانُ شَاهٍ -

[৫৭৭৩] আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট নামধারী অথবা বলেছেন, সব নামের মধ্যে ঘৃণিত নাম হলো সে ব্যক্তি, যে 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করেছে। সুফিয়ান বলেন যে, অন্যেরা এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'শাহান শাহ'।

২৫৪৭ . بَابُ كُتَيْبَةِ الْمُشْرِكِ : وَقَالَ مَسُورٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ

أَبِي طَالِبٍ

২৫৪৭. পরিচ্ছেদ : মুশরিকের কুনিয়াত। মিসওয়াল (রা) বলেন যে, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, কিন্তু যদি ইবন আবু তালিব চায়

۵۷۷۴ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
 سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى جِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَسَامَةُ وَرَأَاهُ يُعُودُ
 سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَيْتِ حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقَعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنْ
 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الْأَوْتَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ
 الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الذَّابَّةُ حَمَّرَ ابْنُ أَبِي أَنْفَةَ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لَا تَغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَتَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ
 سَلُولٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَ كَ
 فَافْضُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَيْنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ
 فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَنَاقَرُونَ فَلَمْ يَسْزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ سَعْدٍ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالَ كَذًا
 وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي أَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ
 يُتَّوَجَّهُ وَيُعْصَبُوهُ بِالْعَصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ فَذَلِكَ فَعَلَّ
 بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَقَالَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يُعْفُونَ عَنْ
 الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَتَسْمَعُنَّ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَفِي سَفْهُنٍ يُبْذَرُونَ فِيهَا
 الْعُقُوبُ عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّىٰ أُذِنَ لَهُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهَا
 مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُ سَفْهُنٍ مِّنْ صَفْوَةِ
 غَانِمِينَ ، مَعَهُمْ أُسَارَىٰ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أَبِي سَلُوبَةَ وَمَنْ مَعَهُ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبْدَةُ الْأَوْثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلِمُوا .

[৫৭৭৪] আবুল ইয়ামান ও ইসমাইল (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাধার উপর সাওয়ার ছিলেন। তখন তাঁর গায়ে একখানা ফাদাকী চাদর ছিল এবং তাঁর পেছনে উসামা (রা) বসছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা)-এর শুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে হারিস ইব্ন খায়রাজ গোত্র অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন। তাঁরা চলতে চলতে এক মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল ছিল। এটা ছিল আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই এর (প্রকাশ্যে) ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। মজলিসটি ছিল মিশ্রিত। এতে ছিলেন মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইয়াহুদী। মুসলমানদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)ও ছিলেন। সাওয়ারীর চলার কারণে যখন উড়ন্ত ধূলাবালি মজলিসকে ঢেকে ফেলেছিল, তখন ইব্ন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢেকে নিয়ে বলল : তোমরা আমাদের উপর ধূলি উড়িওনা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সালাম করলেন এবং সাওয়ারী থামিয়ে নামলেন। তারপর তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন পড়ে শোনালেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল তাঁকে বলল : হে ব্যক্তি! আপনি যা বলছেন যদি তা ঠিক হয়ে থাকে তবে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কিছুই নেই। তবে আপনি আমাদের মজলিসসমূহে এসে আমাদের কষ্ট দিবেন না। যে আপনার কাছে যায়, তাকেই আপনি উপদেশ দিবেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন : না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের মজলিসসমূহে আসবেন। আমরা আপনার এ বক্তব্য পছন্দ করি। তখন মজলিসের মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহুদীরা পরস্পর গালমন্দ করতে লাগল। এমনকি তাদের মধ্যে হাস্যামা হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন, অবশেষে তারা নীরব হল। তারপর নবী ﷺ নিজ সাওয়ারীর উপর সাওয়ার হয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর নিকট পৌছলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সা'দ! আবু হুবায়র অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই আমাকে যা বলেছে, তা কি তুমি শোননি? সে এমন এমন কথা বলেছে। তখন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা আপনার প্রতি কুরবানি আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার কথা ছেড়ে দিন। সেই সন্তার কসম! যিনি আপনার উপর কুরআন নাযিল করেছেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আপনার প্রতি হক এমন সময় নাযিল করেছেন যখন এই

শহরের অধিবাসীরা পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে এবং (রাজকীয়) পাগড়ী তার মাথায় বাঁধবে। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দিয়েছেন তা দিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে নস্যাৎ করে দিলেন, তখন সে এতে রাগান্বিত হয়ে পড়েছে। এজন্যই সে আপনার সাথে এ ধরনের আচরণ করেছে যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তো এমনিই মুশরিক ও কিতাবীদের ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী : তোমাদের আগে যাদের কিতাবে দেয়া হয়েছিল তোমরা তাদের থেকে নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনতে পাবে..... শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ আরো বলেছেন "কিতাবীরা অনেকেই কামনা করে.....।" তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের ক্ষমা করতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে তাদের সহিত জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর অভিযান চালালেন, তখন এর মাধ্যমে আল্লাহ কাফির বীর পুরুষদের এবং কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যারা নিহত হওয়ার তাদের হত্যা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বিজয় বেশে গনীমত নিয়ে ফিরলেন। তাঁদের সাথে কাফিরদের অনেক বাহাদুর ও কুরাইশদের অনেক নেতাও বন্দী হয়ে আসে। সে সময় ইবন উবাই ইবন সালুল ও তাঁর সঙ্গী মূর্তিপূজক মুশরিকরা বলল : এ ব্যাপারে (অর্থাৎ দীন ইসলাম তো প্রবল হয়ে পড়ছে। সুতরাং এখন তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ কর। তারপর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।

৫৭৭৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَفَعَّتْ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْفَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

৫৭৭৫ মুসা ইবন ইসমাঈল (র)..... আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি কি আবু তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো সর্বদা আপনার হিফায়ত করতেন এবং আপনার জন্য অন্যের উপর রাগ করতেন। তিনি বললেন হাঁ। তিনি তো বর্তমানে জাহান্নামের হালকা স্তরে আছেন। যদি আমি না হতাম, তা হলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

২৫৪৮ . بَابُ الْمَعَارِضِ مُنْدَوِحَةٌ عَنِ الْكِذْبِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : سَمِعْتُ أَنَسَ مَاتَ ابْنُ لَأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ الْغَلَامُ ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هَذَا نَفْسُهُ وَلَوْ جِئْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتِخْرَاحَ وَظَنَّ أَنِّي صَادِقَةٌ

২৫৪৮. পরিচ্ছেদ : পরোক্ষ কথা বলা মিথ্যা এড়ানোর উপায়। ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি। আবু তাল্হা'র একটি শিশুপুত্র মারা যায়। তিনি এসে (তার স্ত্রী কে) জিজ্ঞাসা করলেন : ছেলেটি কেমন আছে? উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন : সে শান্ত। আমি আশা করছি, সে আরামেই আছে। তিনি ধারণা করলেন যে, অবশ্য তিনি সত্য বলেছেন

۵۷۷۶ حَدَّثَنَا أَبُو حَرَبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي مُرَّةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَّثَنَا الْحَادِي، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْفُقْ يَا أُنْحَشَةَ وَيُحَكِّ بِالْفَوَارِيرِ -

৫৭৭৬ আদম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ (মহিলাদের সহ) এক সফরে ছিলেন। হুদী গায়ক হুদীগান গেয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, আফসোস তোমার প্রতি ওহে আনজাশা! তুমি কাঁচপাত্র তুল্য সাওয়ারীদের সাথে মৃদুকর।

۵۷۷۷ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ بِهِ أُنْحَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أُنْحَشَةَ سَوْفَكَ بِالْفَوَارِيرِ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ -

৫৭৭৭ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক সফরে ছিলেন। তাঁর আনজাশা নামে এক গোলাম ছিল। সে হুদী গান গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন : হে আনজাশা! তুমি ধীরে উট হাঁকাও, যেহেতু তুমি কাঁচপাত্র তুল্যদের (আরোহী) উট চালিয়ে যাচ্ছ। আবু কিলাবা বর্ণনা করেন, কাঁচপাত্র সদৃশ শব্দ দ্বারা নবী ﷺ মহিলাদের বুঝিয়েছেন।

۵۷۷۸ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جِبَانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٌ يُقَالُ لَهُ أُنْحَشَةُ، كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا أُنْحَشَةَ لَا تُكْسِرِ الْفَوَارِيرَ، قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي النِّسَاءَ -

৫৭৭৮ ইসহাক (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি হুদীগায়ক গোলাম ছিল। তাকে আনজাশা বলে ডাকা হতো। তার সুর ছিল মধুর। নবী ﷺ তাকে বললেন : হে আনজাশা! তুমি নম্রভাবে হাঁকাও, যেন কাঁচপাত্রগুলো ভেঙ্গে না ফেল। কাতাদা (রা) বলেন, তিনি 'কাঁচপাত্রগুলো' শব্দ দ্বারা মহিলাদের বুঝিয়েছেন।

۵۷۷۹ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْثِيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَّعٌ فَرَجَّبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَمَانًا لَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَرَأْسًا لَهَا مِنْ شَيْءٍ وَبِأُنْحَشَةَ لِحْرًا -

৫৭৭৯ মুসাদ্দান (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মদীনাতে (ভয়ংকর আওয়ায হলে) আতঙ্ক দেখা দিল। নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-এর একটা ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে এগিয়ে গেলেন এবং (ফিরে এসে) বললেন : আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত পেয়েছি।

২০৬৭ . بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

২৫৪৯. পরিচ্ছেদ : কোন কিছু সম্পর্কে, তা অবাস্তব মনে করে বলা যে, এটা কোন কিছুই নয়

৫৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شَيْبَانَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُفَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَيْءٍ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِئُهَا الْحَيُّ فَيَقْرُهَا فِي أذُنٍ وَإِيَّهِ فَرَّ الدَّجَاجَةُ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ -

৫৭৮০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আয়েশা (রা) বলেন, কয়েকজন লোক নবী ﷺ-এর নিকট গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ওরা কিছুই নয়। তারা আবার আরয করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : ওরা কিছুই নয়। তারা আবার আরয করলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো কোন সময় এমন কথা বলে ফেলে, যা বাস্তবে পরিণত হয়ে যায়। নবী ﷺ বললেন : কথাটি জিন থেকে প্রাপ্ত। জিনেরা তা (আসমানের ফিরিশ্বতাদের থেকে) হেঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কানে তুলে দেয়, যেভাবে মুরগী তার বাচ্চাদের মুখে দানা তুলে দেয়। তারপর এ গণকরা এর সাথে আরও শতাধিক মিথ্যা কথা মিশিয়ে দেয়।

২৫৫০ . بَابُ رَفْعِ الْبَصْرِ إِلَى السَّمَاءِ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ

خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ

২৫৫০. পরিচ্ছেদ : আসমানের দিকে চোখ তোলা। মহান আল্লাহর বাণী : "লোকেরা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা কি আসমানের দিকে তাকায় না যে, তা কিভাবে এত উঁচু করে রাখা হয়েছে।" আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ আসমানের দিকে মাথা তোলেন

৫৭৮১ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ فُتِرَ عَيْنِي الرَّوْحِيُّ فَبَيَّنَّا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نِيَّ بِجِرَاءٍ فَأَعَادَ عَلَيَّ كُرْسِيَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

৫৭৮১ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র)..... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রানুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : এরপর আমার প্রতি ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমি আসমানের দিক থেকে একটি শব্দ শুনে আকাশের দিকে চোখ তুললাম। তখন আকস্মিকভাবে ঐ ফিরিশতাকে আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম, যিনি হেরায় আমার নিকট এসেছিলেন।

৫৭৮২ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَتَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لَأُولِي الْأَبْصَارِ -

৫৭৮২ ইবন আবু মারইয়াম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে মায়মূনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলাম। নবী ও তাঁর গৃহে ছিলাম। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অথবা কিয়দংশ বাকী ছিল তখন তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন : নিশ্চয়ই আসমানসমূহের ও যমীনের সৃষ্টি করার মধ্যে এবং দিন রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

২৫৫১ . بَابُ نَكْتِ الْعُودِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

২৫৫১. পরিচ্ছেদ : (কোন কিছু তালাশ করার উদ্দেশ্যে) পানি ও কাদার মধ্যে লাঠি দিয়ে ঠোকা দেওয়া

৫৭৮৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَانَ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ يَسْنُ الْمَاءَ وَالطِّينَ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَفُتِحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِذَا أَبُو نُكْرٍ فَفَتَحَتْ لَهُ ، وَبَشَّرَتْهُ بِالْحَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ فَإِذَا

عَمْرُ ، فَفَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْحَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرَ وَكَانَ مَثَكِيًا فَحَلَسَ ، فَقَالَ انْفَحْ
وَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبَتْ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْحَنَّةِ
فَأَعْبَرَتْهُ بِالذِّي قَالَ ، قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانَ -

৫৭৮৩ মুসাদ্দাদ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি মদীনার কোন এক বাগানে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন; নবী ﷺ -এর হাতে একটা লাঠি ছিল। তিনি তা দিয়ে পানি ও কাদার মাঝে ঠোকা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। নবী ﷺ বললেন : তার জন্য খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবু বকর (রা)। আমি তাঁর জন্য দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলাম। তারপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন দেখলাম; তিনি উমর (রা)। আমি তাঁকে দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানালাম। আবার আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি হেলান দিয়েছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন : খুলে দাও এবং তাঁকে (দুনিয়াতে) একটা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি, তিনি উসমান (রা)। আমি তাঁকেও দরজা খুলে দিলাম এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলাম। আর নবী ﷺ যা ভবিষ্যৎ বাণী করেন, আমি তাও বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলাই আমার সহায়ক।

২৫৫২ . بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ

২৫৫২. পরিচ্ছেদ : কারো হাতের কোন কিছু দিয়ে যমীনে ঠোকা মারা

৫৭৮৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُيَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَنَازَةٍ فَحَقَلَّ يَنْكُتُ
الْأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ فَرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلَا
تَكِيلُ قَالَ اْعْمَلُوا فِكْلُ مَيْسَرٌ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَأَتَى الْآيَةَ -

৫৭৮৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা এক জানায় নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটা লাকড়ী দিয়ে যমীনে ঠোকা দিয়ে বললেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি এমন নয়; যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে ফয়সালা হয়ে যায়নি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল : তা হলে কি আমরা তার উপর নির্ভর করব না। তিনি বললেন : আমল করে যাও।

কারণ যাকে যে জন্য পয়দা করা হয়েছে, তা তাঁর জন্য সহজ করে দেয়া হবে। (এরপর তিলাওয়াত করলেন) "যে ব্যক্তি দান খয়রাত করবে, তাকেও অর্জন করবে..... শেষ পর্যন্ত।"

২৫৫২. بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعْجَبِ

২৫৫৩. পরিচ্ছেদ : বিস্ময়বোধে 'আল্লাহ্ আকবার' অথবা 'সুবহানালাহ্ বলা'

۵۷۸۵ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْخَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَيْفِظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحَجَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّيْنَ ، رَبُّ كَأْسِيَّةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ ابْنُ أَبِي نُوَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَلَقْتَ نِسَاءً كَ؟ قَالَ لَا ، قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ -

৫৭৮৫ আবুল ইয়ামান (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠে বললেন : সুবহানালাহ্ ! অদ্যকার রাতে কত যে ধন-ভান্ডার এবং কত যে বিপদ-আপদ নাযিল করা হয়েছে। কে আছে যে এ হুজরা বাসিনীদের অর্থাৎ তাঁর বিবিদের জাগিয়ে দেবে? যাতে তারা সালাত আদায় করে। দুনিয়ার কত কাপড় পরিহিতা, আখিরাতে উলঙ্গ হবে! 'উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আপনার বিবিগণকে 'তালাক' দিয়েছেন? তিনি বললেন : না। তখন আমি বললাম : 'আল্লাহ্ আকবার'।

৫৭৮৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ النَّوَائِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يُقْبِلُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَنْكَبِ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ فَلاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَيْفَ عَابَهُمَا قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا -

৫৭৮৬ আবুল ইয়ামান ও ইসমাইল (র)..... আলী ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী -এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিন্ত হুইয়াই (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামায়ানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিকাফ থাকা অবস্থায় তিনি তার সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি রাতের প্রথম ভাগে কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কাথবার্তার পর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী ﷺ তাঁকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। অবশেষে যখন তিনি মসজিদেরই দরজার নিকট পৌছলেন, যা নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মে সালামার ঘরের নিকটে অবস্থিত, তখন তাঁদের পাশ দিয়ে আনসারের দু'জন লোক চলে গেলে, তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম দিল এবং নিজ পথে রওয়ানা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন : ধীরে চল। ইনি সাফিয়্যা বিন্ত হুইয়াই। তারা বললো : সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের উভয়ের মনে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। তিনি বললেন : নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্তে চলাচল করে থাকে। তাই আমার আশংকা হলো যে, সম্ভবতঃ সে তোমাদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।

২৫৫৪ . بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

২৫৫৪. পরিচ্ছেদ : টিল ছোড়া

৫৭৮৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْةَ بْنَ صَهْبَانَ الْأُرْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ الْمُرَزِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّبِيَّ وَلَا يَنْكُرُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ -

৫৭৮৭ আদম (র)..... 'আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ টিল ছুড়তে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন : এ কোন শিকার মারতে পারবে না এবং শত্রুকেও আহত করতে পারবে না বরং কারো চোখ ফুঁড়ে দিতে পারে আবার কারো দাঁত ভেংগে দিতে পারে।

২২৫৫ . بَابُ الْحَمْدِ لِلْقَاطِسِ

২২৫৫. পরিচ্ছেদ : হাঁচিদাতার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলা

৫৭৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمَّتِ الْآخَرَ فَعِيلَ لَهُ فَقَالَ هَذَا حَمْدُ اللَّهِ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ -

৫৭৮৮ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন নবী ﷺ -এর সামনে দু'ব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন নবী ﷺ একজনের জবাব দিলেন।

অপরজনের জবাব দিলেন না। তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : এই ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলেছে। আর ঐ ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলে নি। (তাই হাঁচির জবাব দেয়া হয় নি)।

২৫৫৬. بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

২৫৫৬. পরিচ্ছেদ : হাঁচিদাতার আল্‌হামদু লিল্লাহর জবাব দেওয়া

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ بِسَمْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَمْعٍ ، أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْحَتَّازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُفْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَمْعٍ ، عَنْ خَائِمِ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ حَلَقَةَ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبِيَّاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمِيَابِرِ -

৫৭৮৯ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাদের সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। রোগীর দেখাশোনা করতে, জানাযার সঙ্গে যেতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে, মায়লূমের সাহায্য করতে এবং কসম পূরা করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আর সোনার আংটি অথবা বালা ব্যবহার করতে, সাধারণ রেশমী কাপড় পরতে, মিহিন রেশমী কাপড়, রেশমী যিন ব্যবহার করতে, কাসীই ব্যবহার করতে এবং রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

২৫৫৭. بَابُ مَا يَسْتَجِبُ مِنَ الْعُطَاسِ وَمَا يَكْرَهُ مِنَ التَّأْوُبِ

২৫৫৭. পরিচ্ছেদ : কিভাবে হাঁচির দু'আ মুস্তাহাব, আর কিভাবে হাঁচি তোলা মাকরুহ

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّأْوُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّأْوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ مَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

৫৭৯০ আদম ইবন আবু আযাস (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন, আর হাঁচি তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বললে, যারা তা শোনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাব

দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর হাঁই তোলা, তাতে শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে, তাই যথাসাধা তা রোধ করা উচিত। কারণ যখন কেউ মুখ খুলে হা করে তখন শয়তান তার প্রতি হাসে।

২৫৫৮. بَابُ إِذَا غَطَسَ كَيْفَ يُشَمِّتُ

২৫৫৮. পরিচ্ছেদ : কেউ হাঁচি দিলে, কিভাবে জবাব দিতে হবে?

৫৭৯১ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا غَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ -

৫৭৯১ মালিক ইবন ইসমাইল (র)..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয়, তখন সে যেন 'আল্‌হাম্দু লিল্লাহ' বলে। আর তার শোভা যেন এর জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। আর যখন সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন হাঁচিদাতা তাকে বলবে : 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইয়সলিহ বালাকুম'।

২৫৫৯. بَابُ لَا يُشَمِّتُ الْغَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

২৫৫৯. পরিচ্ছেদ : হাঁচিদাতা 'আল্‌হাম্দু লিল্লাহ' না বললে তার জবাব দেওয়া যাবে না

৫৭৯২ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمِّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمِّتَ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ يُحْمَدِ اللَّهَ -

৫৭৯২ আদম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি দিলেন। তিনি একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপর ব্যক্তির জবাব দিলেন না। অপর ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন, কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দিলেন না। তিনি বললেন : সে 'আল্‌হাম্দু লিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু তুমি 'আল্‌হাম্দু লিল্লাহ' বলনি।

২৫৬০. بَابُ إِذَا تَأَوَّبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِئِهِ

২৫৬০. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ হাঁই তোলে, তবে সে যেন নিজের হাত তার মুখে রাখে

৫৭৭৩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاؤَبَ ضَجِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

৫৭৯৩ আসিম ইবন আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল্‌হাম্দু লিল্লাহ' বলে তবে প্রত্যেক মুসলমান শ্রোতার তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। আর হাই তোলা শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তা যথাসাধ্য রোধ করে। কারণ কেউ হাই তোললে শয়তান তার প্রতি হাসে।